আর্য্যগাথা ।

ARYAN MELODIES.

PROLEM SINE MATRE CEATAM

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়

বিরচিত

ও

শ্রীশরৎ কুমার লাহিড়ী কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা

মেট্রপলিটন প্রেস।

১৮৮২ ।

ভূমিকা।

বঙ্গভাষায় গীতের অভাব পূরণার্থে 'আর্য্যগাথা' রচিত হয় নাই। শৈশব হইতেই গীতি রচনায় আমার আসক্তি ছিল। শৈশব হইতেই প্রকৃতি সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া গীতি রচনা করিয়া দেবীকে উপহার দিতাম। সে সব গীতি তখন কোন শাস্ত্রমতঃ সুরে গীত হইত না। যখন যে সুর ভাল লাগিত তখন সেই সুরেই গাইতাম। অতি শৈশব আমার হৃদয়কাননে সময়ে সময়ে সেই প্রস্ফুটিত ভাব-কুসুমরাজি চয়ন করিয়া 'আর্য্যগাথা' রচিত হইল।

আমার শৈশব রচিত গীতগুলির কোন কোনটি পরে অংশতঃ পরিবর্ত্তিত বা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

আমার অধুনাতন রচিত গীতের কতকগুলি কিছু প্রচলিত গীত-নিয়ম-বিরুদ্ধ বোধ হইতে পারে। কারণ মনের সম্পূর্ণভাব প্রকাশার্থে সেগুলি কিছু দীর্ঘ করিতে হইয়াছে। উদাহরণতঃ সূর্য্যের গীতটি গাওয়া কিঞ্চিৎ আয়াসসাধ্য হইতে পারে। এই জন্য আমার অন্যান্য অধুনাতন রচিত দীর্ঘ গীতগুলি দুই কিম্বা তিন ক্ষুদ্র গীতে পরিণত করিয়াছি।

'আর্য্যগাথার' সকল গীতগুলি কবিতার ছন্দোবন্ধেই প্রায় রচিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার প্রতি গীতই সম্পূর্ণ শাস্ত্রসঙ্গত সুরে গেয়। সঙ্গীত স্বরে, কবিতা ভাষায় একথা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু আমরা গাইবার সময় প্রায়ই ভাষা ও স্বর মিশ্রিত করি। আমি যদি গীতগুলি প্রতি পাঠকের নিকট গাইয়া শুনাইতে পারিতাম তাহা হইলে গীতের সৌন্দর্য্য, অসৌন্দর্য্য স্বরের উপরেই অধিক নির্ভর করিত। কিন্তু গীতগুলি গান অপেক্ষা অধিক পঠিত হইবে; সেজন্য ইহাদের ভাষায় ও ছন্দোবন্ধে এত দৃষ্টি বোধ হয় আপত্তিকর হইবে না। যাহাহউক ইহার জন্য গীতগুলি গাইবার কিছু প্রতিবন্ধক হইবে না।

'আর্য্যগাথার' ভিন্ন ভিন্ন গীতে, মধ্যে মধ্যে বিরোধী ভাব থাকিতে পারে। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে 'আর্য্যগাথা' কাব্য নহে। ইহা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মনের সমুদ্ভূত ভাবরাজি ভাষায় সংগ্রহ।

প্রকৃতিবিষয়িণী গীতি এদেশে তত প্রচলিত নাই। কিন্তু তাই বলিয়া বোধ হয় ইহা নিন্দনীয় হইবে না। সঙ্গীতের কবিতা হৃদয়ের উচ্ছ্বাসময়। প্রকৃতি-মাধুর্য্যে উদ্বেলিত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস তবে সঙ্গীতের কবিতা বলিয়া গণ্য হইবে না কেন?

আমার উপলক্ষ রচিত গীতগুলি কোন কারণে পরিত্যক্ত হইল।

দুই চারিটি গীতে সংস্কৃত বা ইংরাজি কোন কোন পুস্তকের ভাব থাকিতে পারে।

প্রণয় গীত ইহাতে কেন সন্নিবেশিত নাই তাহা বলার আবশ্যকতা নাই। আর্য্যবীণার দ্বিতীয় সংখ্যক গীতে তাহার কারণ কতক উক্ত হইয়াছে।

গানের রাগরাগিণী প্রতিপত্রে দৃষ্ট হইবে।

যাঁহারা একমাত্র মনুষ্য প্রেম গীতকেই গীত মনে করেন 'আর্য্যগাথা' তাঁহাদিগের জন্য রচিত হয় নাই, এবং তাঁহাদিগের আদর প্রত্যাশা করে না। যদি কেহ প্রকৃতির অপার্থিব সৌন্দর্য্যে ও লাবণ্যে কখন কখন বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন, যদি কেহ প্রকৃতিকে দেখিতে দেখিতে কখন কখন প্রকৃতি-নির্ম্মাতার অনন্ত মহিমায় তন্ময় হইয়া থাকেন, যদি কেহ শোক-তাপ-সঙ্কুল জগতে দুঃখাবসন্ন হইয়া কখন কখন নীরবে অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করেন, যদি কাহার অধঃপতিতা হতভাগিনী দুঃখিনী মাতৃভূমির নিমিত্ত নেত্রপ্রান্ত কখন সিক্ত হইয়া থাকে 'আর্য্যগাথা' তাঁহারই আদর চাহে। আদর পায় আবার নূতন গীত শুনাইবে। না পায় যথার্থই হতাশ হইবে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্র লাল রায়।

কৃষ্ণনগর।

সূচিপত্র।

প্রকৃতি পূজা।

ঈশ্বর স্তুতি।

বিষাদোচ্ছ্বাস।

আর্য্য বীণা ।

উদ্বোধন।

Blest pair of sirens, pledges of Heaven's joy
Sphere-born harmonious sisters, Voice and Verse
Wed your divine sounds—

J. MILTON.

সঙ্গীত।

আইস সঙ্গীত আজ বসি মোরা দুইজনে,
গাইব প্রমত্ত কভু—বিষণ্ণ—বিমুগ্ধ মনে।
নবীন ঝঙ্কারে আজ, গাইব ভারত মাঝ,
উঠিবে সঙ্গীত ধ্বনি উন্মত্ত পবনভরে;
শুনি সে সঙ্গীত, সবে, মাতিবে—বিমুগ্ধ হবে,
কভু বা বিষণ্ণ হয়ে শুনিবে সে সমস্বরে।
অথবা হাসিবে বিশ্ব?—ভাবিনা তাহার তরে!

বিপদ তুফান মোর আলোড়ি হৃদয় নদী,
মাঝে মাঝে হৃদি দিয়া হুঙ্কারিয়া যায় যদি।
তোমারে নিকটে হেরি, সে বিপদ তুচ্ছ করি,
চলে যাব মৃত্যু পাশে আনন্দে—নির্ভীক প্রাণ;
তুফান মাঝার দিয়া যাবে নদী কল্লোলিয়া,
আলিঙ্গিবে নীল সিন্ধু গাইতে গাইতে গান।
—আকুল নদীর সেই সাধের বিরাম স্থান।

গাইব প্রমত্ত হয়ে আইস সঙ্গীত মোর,
ঘুমায়েছে আর্য্যজাতি ভাঙ্গিব সে ঘুম ঘোর।
জাতীয় অমৃত গানে, ঢালিব আর্য্যের কানে,
উঠিবে অর্ব্বুদ প্রাণ ঘোর নিদ্রা পরিহরি।
তৃণ পত্র নিদ্রা যায়, ঢালিব স্ফুলিঙ্গ তায়,
প্রজ্বলিবে দাবানল অমনি হুঙ্কার করি।
—সে ভীম অনল দৃশ্য হেরিব নয়ন ভরি।

বিষণ্ণ হইয়ে কভু গাইব করুণতানে
পূজিব বিষাদ দেবে অশ্রুজল ফুল দানে।
ক্ষতি নাই, হাসে কেহ, চাইনা মৌখিক স্নেহ,
ভাল বাসি নরে—তার এই যদি পরিণাম;
গায় সঙ্গে নদীগণ, দীর্ঘশ্বাসে সমীরণ,
তাহলেই তুষ্ট রব—পূর্ণ হবে মনস্কাম।
চাইনা কাপট্য করি সহ বেদনার নাম।

প্রকৃতি জননী, আসি প্রতিসন্ধ্যা একবার,
তাঁহারি শিক্ষিত গীত গাইব নিকটে তাঁর,
সাগর জীমূত বন, শিকরাজি, সমীরণ,
গাইলে নিস্তব্ধ হয়ে শুনিব সে সমস্বর;
শুনিতে শুনিতে গান, আমিও ধরিব তান,
দেবীর গীতের সনে ঈশগীত উচ্চতর।
—দেবী স্তুতি—ঈশস্তুতি—যে প্রকৃতি সে ঈশ্বর।

আর্য্যগাথা।

প্রকৃতিপূজা

বিমোহিত হই দেখি করি বিশ্ব দরশন।

বীণা।

গাওরে গাওরে বীণা প্রকৃতির স্তুতিগান।
শুনি জননীর স্তুতি ভাবুক—ভকত প্রাণ।
এত স্নেহভরে মার
কি দিব কি আছে আর
বিনা এই কণ্ঠস্বর, বিনা অশ্রু প্রতিদান।
গাও, সে মদিরা পানে
সানন্দ—উন্মত্ত প্রাণে
প্রেমাশ্রুনয়নে সঙ্গে আমিও ধরিব তান।
গাওরে গাওরে বীণা প্রকৃতির স্তুতিগান।

যেমতি ঝিল্লীর স্বরে
কোলাহল দূর করে,
বসুধার তাপ জ্বালা হয় অবসান ;
সেই অপার্থিব রবে
এ তুফান স্থির হবে,
হৃদয়ের চিতা বহ্নি হইবে নির্ব্বাণ।
গাওরে গাওরে বীণা প্রকৃতির স্তুতি গান। ১ ॥

প্রকৃতি স্তোত্র।

বিমোহিত হই দেবি করি বিশ্ব দরশন,
তোমার মহিমা ময় রচনা মনোরঞ্জন।
যে দিকে ফিরাই আঁখি, তথায় নিস্পন্দ রাখি
মুগ্ধভাবে শোভাময়ি করি শোভা নিরীক্ষণ।
ঊর্দ্ধে চন্দ্র রবি তারা নীল নভস্থলে, (দেবি)
বিপুলা বসুধা পৃথ্বী পড়ি পদতলে ;
সিন্ধু গম্ভীর সুন্দর, ব্যাপি যুগ যুগান্তর
রহে প্রতি ঊর্ম্মি ঘায় করি ফেন উগিরণ।
বিমোহিত হই দেবি করি বিশ্ব দরশন।

রবিতপ্ত মরুস্থল ঘোর ভয়ঙ্কর, (দেবি)
নির্জ্জন গহ্বর রাজি, বিরল প্রান্তর,

তুঙ্গ শৈল রাজি তায়, রহে ব্যাপি মেঘপ্রায়
ঈশ্বর চিন্তায় স্তব্ধ তাঁর ধ্যানে নিমগন।
নদনদী বসুধার হৃদয় রতন (দেবি)
তরুলতা, তৃণ শ্যাম কান্ত উপবন;
সুন্দর কুসুম রাজি, কোমল সৌন্দর্য্যে সাজি
পবিত্র নীহার জলে শোভে হৃদয় মোহন।

গম্ভীর সুন্দর ভাবে ভূষিত করিয়ে (দেবি)
রাখিয়াছ সকলি হে ব্রহ্মাণ্ড শোভিয়ে;
এই সবে নিরখিয়ে, আনন্দে ভরিত হয়ে,
বিস্ময়ে স্তম্ভিত, মুগ্ধ হয় ক্ষুদ্র নর মন।
বিমোহিত হই দেবি করি বিশ্ব দরশন। ২ ॥

আকাশ।

হে সুনীল নভঃ অনন্ত অপার!
কত কাল আছ, কত কাল রবে
অসীম বিস্তার!

আনে উষা হেসে নব প্রভাকর,
ফুটায় সন্ধ্যায় কুসুম সুন্দর,

প্রশান্ত হৃদয়ে লয়ে আসে নিশি
নিশীথ রতন বিধু সুকুমার।
হে আকাশ তুমি নীলিমা জলধি,
লহরী সমীর খেলে নিরবধি,
রতন তারকা,—তরণী নীরদ,
দেবতা অপ্সরা নাবিক তাঁহার।

কতবার ক্ষুদ্র সীমা বদ্ধ আঁখি,
তুলি নীলিমায় স্পন্দ হীন রাখি,
ধরে না এ মনে ও বিস্তার তব ;
যোগ্য প্রতিনিধি তুমি বিধাতার ;
নিস্পন্দ নয়নে, অই জ্যোতির্ম্ময়ে
নিশীথে রতন খচিত হৃদয়ে
নিরখি নিরখি স্তব্ধ হয়ে থাকি,
চাহিনা হেরিতে ক্ষুদ্র বিশ্বে আর। ৩ ॥

দিনমণি।

জ্বলন্ত গৌরব ! মহান সুন্দর !
জীবন্ত বিস্ময় ! দেব প্রভাকর !
মৃত্তিকায় বদ্ধ বিস্মিত মানব,
পূজে জানু পাতি ক্ষুদ্র নেত্র তুলি।

জাগাও প্রত্যূষ, কোথা হতে আসি,
সুষুপ্ত জগতে ঢালি কর রাশি,
পুনঃ নিদ্রামগ্ন করিয়ে বসুধা
অদূর সন্ধ্যায় কোথা যাও চলি।

কোটি গ্রহতারা তোমার আদেশে,
ছুটিছে অশ্রান্ত নীল নভোদেশে,
তুমি দীপ্ত রবি ভ্রমিছ অনন্তে,
প্রান্ত হতে প্রান্ত উজলি অম্বরে।
গৌরবে আসিয়া যাও সগৌরবে
নিবিড় তিমিরে ডুবাইয়ে ভবে,
জ্বালি দিয়া নভে নভোদীপ রাজি
যাও চলি দেব বিশ্রামের তরে।

মানবের ক্রীড়া কি ছার বিজ্ঞান,
বর্ণিবে তোমার শক্তি সুমহান!
প্রতিদিন আসি যাবে প্রতিদিন
বিমল জ্যোতিতে ভাসায়ে সংসার।
শৈশবে যেমতি আনন্দে বিস্ময়ে
হেরিতাম, হেরি আজো স্তব্ধ হয়ে,

শেষদিন দেব বিস্মিত নয়নে
হেরিব জ্বলন্ত মাধুর্য্য তোমার। ৪ ॥

একটী নক্ষত্র।

নক্ষত্র কে বল সৃজিল তোমারে।
কে বল সৃজিয়া, দিনরে রাখিয়া
সুদূর অম্বরে।
নিশীথে নীরবে পড়ে যে নীহার,
পবিত্র সলিলে ভিজায় সংসার;
তুমি কি তারকে কাঁদ অনিবার
ভাসি নেত্রধারে।

মুদিলে কুসুম সুরভি কাননে,
কোটি ফুল সম আকাশ উদ্যানে,
অপরূপ রূপে ভাসাও গগনে,
ভাসাও সংসারে।
চাহিনা বিজ্ঞান, চাহিনা জ্যোতিষী,
জানিতে কি দ্রব্য ওই রূপ রাশি,
কেবল তারকে কড় ভালবাসি
ও জ্যোতি আঁধারে। ৫॥

চন্দ্র।

গগন ভূষণ তুমি জনগণ মনোহারী।
কোথা যাও নিশানাথ হে নীল নভো বিহারী।
হেসে হেসে, ভেসে ভেসে,
চলি যাও কোন্ দেশে,
চারিধারে তারাহারে রহে ঘেরে সারি সারি।
হেলে দুলে, চলে চলে,
পড়িছ গগন [illegible],
কি মধুর মনোহর শশধর বলিহারি। ১।

নীহার।

সুন্দর নীহার বিন্দু পবিত্র কোমল।
নীরবে নিশীথে ঝর মধুর নির্ম্মল।
প্রতি নিশি প্রেমজলে, ভাসাওরে ধরাতল
ভিজাও রে পত্রাবলি নব দুর্ব্বাদল।

নীহার কি স্বর্গবাসী, ফেলে এই অশ্রুরাশি,
তারাও কি কাঁদে শোকে হইয়ে বিহ্বল;
সদা মানব রোদন, শুনি কিম্বা তারাগণ,
নর দুখে মন দুখী ফেলে অশ্রুজল।

কিম্বা তপ্ত রবিকরে, ধরার স্নানের তরে
আনেন রজনী দেবী বারি সুশীতল ;
কিম্বা বিভু প্রেমরাশি, তরল হইয়ে আসি
সুখে ধরাতল মাঝে করে চল চল। ৭ ॥

নক্ষত্র।

গভীর নিশীথ কালে নিরজনে আসিয়া,
কে তোমরা প্রতি নিশি রহ নভঃ জুড়িয়া।
তপন নির্ব্বাণ হলে,
আঁধারে গগন তলে,
নিশীথ আঁধারে তব শোভারাশি ঢালিয়া।
কাঁদরে আঁধারে বসি
কেন নিরজনে আসি,
প্রভাত না হতে নিশি কোথা যাও চলিয়া।
আঁধারে ও শোভারাশি
সখে বড় ভালবাসি,
তাই যাই প্রতি নিশি তব সনে কাঁদিয়া।
তোমার নয়নোপরে
বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরে,
অবারিত চখে মোর যায় অশ্রু ভাসিয়া। ৮ ॥

সপ্তমীর শশী।

গভীর গভীর নিশীথে আসি,
সুদূর সুনীল গগনে ভাসি,
কে নীরবে তুমি জীবন্ত মাধুরি
নিশীথ আঁধারে উদিত হওহে।
মধুর মধুর নবীন করে,
আকাশ প্লাবিয়া সরস ভরে,
দূর প্রান্ত হতে সুবধ জগতে
কোমল কিরণ ঢালিয়ে দেও হে;

বুঝিবা নিদ্রিত হেরিয়ে ধরা,
কিন্নর কুমার মাধুরি ভরা
অমরার দীপ নভ মণ্ডপে
জ্বালি কিন্নর সঙ্গীত গাওহে।
অথবা নন্দন কুসুম কলি
পুরব পবনে পড়েছ ঢলি,
নভোবনে ক্ষুদ্র তারা পুষ্প মাঝে
কিরণ সৌরভে গগন ছাও হে।

অথবা তাপিত ধরায় হেরি
আন সুশীতল কিরণ বারি,

অমল শীতল স্নিগ্ধ কিরণে
নিশীথে সখীরে স্নান করাও হে।
অতুল কোমল মাধুরি লয়ে,
গৌরবে পূরবে উদিত হয়ে,
তারাদল সনে সুবর্ণ গগনে
নীরব রাজত্ব করিয়ে যাও হে। ৯॥

জ্যোৎস্নাস্নাত গগনে মেঘখণ্ড।

কে গগনে বিহর রে সমীরণ ভরে,
শশিমাখা সুনীল অম্বরে।
চলিছ ধীরে, মৃদু সমীরে,
নির্ম্মল শশিকর নীরে,
রে গগন ভরি গগন মাধুরি,—
বিমল গগন সাগরে।

মধুর হাসি, আনন্দে ভাসি,
ছড়ায়ে তব রূপ রাশি,
একাকী সুন্দর, গগনে বিহর,
রূপে মোহিয়ে নারী নরে।
কে গগনে বিহর রে সমীরণ ভরে। ১০

মেঘ।

পবিত্র সলিল ভরে ভরিত পূর্ণ হৃদয়ে,
আসিছ কি কাদম্বিনি আনন্দে ভরিত হয়ে।

সুনীল অম্বর তলে, উড়ায়ে কাদম্বকুলে,
আনন্দে নাচায়ে শিখী, মন্দ মন্দ গরজিয়ে।
যেন সিন্ধু হৃদি পরে, সিন্ধু যান ক্রীড়া করে,
তরঙ্গ তরঙ্গ যায় হেলি দুলি উছলিয়ে।
কেমন সুন্দর ছায়, ছাইল ধরণী কায়,
হাসিল পৃথিবী যেন নব বাস পরিধিয়ে।
আইস সলিল ভরে ভরিত পূর্ণ হৃদয়ে।

হেরিলে ও রূপ তব, শুনিলে গম্ভীর রব,
বিগত শৈশব কাল আসে হৃদি আলোড়িয়ে;
তখন তোমায় হেরি, হৃদয় আনন্দে ভরি—
বিস্তীর্ণ শ্যামল ক্ষেত্রে উল্লাসি যেতেম ধেয়ে,
স্বর্গীয় দূত কি তুমি, উল্লাসিয়ে মর্ত্ত্য ভূমি,
আস নভে মাঝে মাঝে সুনীল সৌন্দর্য্য লয়ে
পবিত্র সলিল ভরে ভরিত পূর্ণ হৃদয়ে। ১১॥

গিরি নির্ঝরিণী।

ঝর ঝর স্বরে, কে উচ্চ অম্বরে,
গিরি শৃঙ্গ হতে পড় গিরিশিরে।

স্বর্গ দূত ভাবি নিরত তোমারে
ভ্রমর-সেবিত জড়িত নীহারে
সধূপ চন্দন, লয়ে ফুলগণ,
পূজে তরুরাজি আসি তব তীরে।

বিমল তটিনি! বিমল গগনে
কেন না ভাসিলে এক তারা সনে,
কেন মর্ত্ত্যে আসি, পবিত্রতা নাশি
মাখিলে কলুষে বিমল শরীরে। ১২।

তরুপত্র।

ধীর মৃদু বায়ুভরে দোল বন পত্রাবলি।
বিটপীর কক্ষদেহে মাধুর্য্য তরঙ্গ তুলি।
পোহাইলে বিভাবরী, কেন দেহে অঙ্গে বেড়ি,
নিজে দুখী, কোলে লয়ে সহাস কুসুম কলি।

গাও কি মর্ম্মরতানে, সন্ধ্যায় বিষণ্ণ প্রাণে,
কি ভাব লুকায়ে মুখ সকল নিশীথ কালি।

তাব কি ঝরিলে পরে, পড়ে রবে অনাদরে,
যাবে অহঙ্কারী নর তোমারে চরণে দলি। ১৩॥

কাননকুসুম।

কে আছরে শোভি এই নির্জন কাননে।
উদ্যান ত্যজিয়ে কিগো এসেছ এ নিরজনে?

তোমারে নিষ্ঠুর নরে, ছিঁড়ে নিজ সুখ তরে,
এসেছ সে দুখে, কিম্বা ভ্রমরের জ্বালাতনে।
নরের নিশ্বাস বায়, সংসারের শুষ্ক বায়,
কলুষিবে দেহ তাই এসেছ এ তপোবনে।

হেরিলে পবিত্র প্রাত, হইয়ে শিশির স্নাত
পূজ দেব সবিতারে প্রেম পূর্ণ দরশনে;
নিষ্পাপ! ঝরিবে যবে, কান্ত দেহ পড়ে রবে,
যাবে প্রাণ মকরন্দ চলে পুণ্য নিকেতনে। ১৪॥

কুসুম মধুময়।

কুসুম মধুময়।
আপন গৌরবে কিবা শোভিছ তরু শাখায়।
সতী প্রেম, শিশু হাসি,
ভুবন সৌন্দর্য্য রাশি,

একত্রিয়ে কে শোভিল তরুবর সমুদয়।
প্রতি সমীর লহরে,
স্বর্গীয় মাধুর্য্য ঝরে ;
কভু মেঘে স্থির বিধু যেন সুধা ঢেলে দেয়।
ফুল ! ও মধুর হাসি
নিরখিতে ভালবাসি,
হেরিলে ও রূপ রাশি এ হৃদয় মত্ত হয়।
কুসুম মধুময়। ১৫ ॥

কানন অশোক।

রে দুখী কাননতরু লোকালয় ত্যজিয়ে।
কাঁদিছ একাকী কেন নিরজনে আসিয়ে।
ছড়ায়ে মাধুরী রাশি
অধোমুখে দিবানিশি
বিষাদ প্রতিমে ! আছ বিষাদেতে ভাসিয়ে।
বুঝি শাপে দেবসুত
হইয়ে অমরা-চ্যুত
আছে তরু বেশ ধরি নিরজন শোভিয়ে।

ভুলিতে পার না তার
স্মরি সেই অমরায়
কাঁদ তাই দেব তাবে দুখ গীত গাইয়ে। ১৬ ॥

তরু।

আনন্দে হাসিছ সদা হে শ্যামল তরুবর।
দোলাইয়ে শাখাবাহু প্রীতিভরে নিরন্তর।
প্রভাতে শিশির জলে, করি স্নান ফুলদলে,
করে অঞ্জলি দান বিভুরে প্রসারি কর।

সন্ধ্যায় কুসুম গণে, ক্রোড়ে লয়ে সযতনে,
গাওরে নিদ্রার গীত সনসনে মনোহর।
নিশীথে অনন্ত প্রাণে, শুন ঝিল্লীরব গানে,
কি আনন্দে শুন তরু বিহগের কলস্বর। ১৭ ॥

কোকিল।

কি সুখে বিহঙ্গবর ঢাল এত সুধারাশি।
এ দুখ মরত ভূমে, ঘন কুঞ্জবনে বসি।
বুঝি এর দুখ সব, পশেনি হৃদয়ে তব,
ভুলি তাই কণ্ঠরব, গাওরে পিক উল্লাসি।

নরের মধুর গীত, বিষাদ তানে মিশ্রিত
নির্ম্মল সুখ সংগীত শুনিতে তা' অভিলাষী।
হয়ে ব্যথিত অন্তর, এ গহনে পিকবর,
শুনিতে ও মধুস্বর, তাই এ বিজনে আসি। ১৮॥

কে গহন বনে।

কে গহন বনে
(বসি) প্রকৃতি শোভায়, হয়ে বিমোহিত
তুষে বনরাজি গীতি প্রতিদানে।
বুঝি দুখী কেহ, ত্যজি নিজ গেহ,
সংসারের শঠ প্রেমের ভয়ে,
আসিয়ে কাননে, গায় নিজ মনে,
সকরুণ তানে ব্যথিত হয়ে।
কিম্বা বনদেবী ডাকে নরগণে
লভিতে বিশ্রাম পশিয়ে কাননে। ১৯॥

তমসা।

স্তব্ধ হয় মন হেরি প্রকৃতি তোমার।
তমসে! শমনস্বসা বেবে ঢাকরে সংসার।
আসি নরে সমুদায়, রাখ রাত্রে মৃতপ্রায়,
ঢাক বিশ্ব নীলাম্বর—অনন্ত বিস্তার।

অগম্য গিরি গহ্বরে, গভীরোদধি কন্দরে,
নিবিড় গহন বনে কর রে বিহার।
মৃত্যুর অপর পারে, ও ভীম রূপ বিহরে,
অজানিত ভবিষ্যতে ভ্রম অনিবার।
স্তব্ধ হই তম! হেরি প্রকৃতি তোমার। ২০ ॥

সলিল।

পবিত্র সলিল! ত্যজি ত্রিদিব কাহার তরে।
এসেছ মরত ভূমে ধরণী পবিত্র করে।
ঘোর গভীর সাগরে, নদনদী হ্রদিপরে,
বিহর নবীন নীল প্রাবৃটের জলধরে।

প্রভাতের শতদলে, তরুপত্রে, তৃণদলে,
প্রতিভাত রবিকরে নাচরে পবন ভরে।
হও নরস্পর্শে আসি, কলুষিত অশ্রুরাশি,
করে তার দুঃখোচ্ছাস তোমারে সে নীচ নরে।

হে সলিল পার যদি, নিবাতে অনল হৃদি
নিবাও আসিয়া তবে চিতানল এ অন্তরে। ২১ ॥

বনবিহঙ্গ।

বনপিক গাইছ কি মধুতান ধরি।
তুই কিরে দেশত্যাগী আছ বন মুগ্ধ করি।
সংসার বিরাগী পাখী,
ভ্রম কি বনে একাকী,
কুঞ্জবন মাঝে থাকি, ঢালরে স্বর লহরী।
আমিও রে তোর মত
সংসারের দুখ যত
ত্যজেছি জন্মের মত, একা আজি বনে ফিরি।

সাধ হয় তব সনে
রহিব এ নিরজনে,
শুনিব স্বর্গীয় গানে, নিয়ত হৃদয় ভরি।
এ জীবন অবসানে
গেও মম মৃত্যু গানে,
তু' আগে ত্যজিলে প্রাণে আমি দিব অশ্রুবারি
বন পিক গাইছ কি মধুতান ধরি। ১২।

বনের তাপস আমি।

বনের তাপস আমি ভ্রমি সুখে কাননে।
বিসর্জ্জি সংসার দুখ, শান্তি নদীজীবনে।

প্রভাতে কোকিল পাখী, কুঞ্জবন মাঝে থাকি,
জাগায় আমারে, ঢালি স্বর সুধা শ্রবণে।
মধ্যাহ্নে তরুর তলে, শুয়ে থাকি যায় চলে
নাচিয়ে গাইয়ে নদী সুমধুর স্বননে।
বনের তাপস আমি ভ্রমি সুখে কাননে।

প্রকৃতি সায়াহ্নে আসি, লইয়ে কুসুম রাশি,
দেখান ভাণ্ডার খুলি নানাবিধ রতনে।
নিশীথে নিদ্রার কোলে, ঘুমাই সকল ভুলে
প্রকৃতি নিদ্রার গীত গান মম কারণে।
আহরিয়ে ফুল ফলে, ভ্রমি বনে কুতূহলে,
হেরিয়ে গহন শোভা জুড়াই এ নয়নে।
বনের তাপস আমি ভ্রমি সুখে কাননে। ১৩

কানন সুখ।

চল যাই প্রিয় সখে চল যাই বনে।
জীবনের যত জ্বালা জুড়াব বিজনে।
আহরিব বন ফলে, বল্কল পরিয়ে হে,
স্বভাবের শোভা যত হেরিব নয়নে।
কভু নির্ঝরিণী কূলে, কভুবা নিকুঞ্জে হে,

ভ্রমিব দুজনে সুখে হরষিত মনে।
চল যাই প্রিয় সখে চল যাই বনে।

শ্যামল প্রান্তরে, কভু ভূধর উপরে হে,
কভু বা গহন বনে ভ্রমিব দুজনে।
কৌমুদী নিশীথে, প্রাতে, ললিত প্রদোষে হে,
বেড়াব দুজনে সুখে সুন্দর কাননে।
চল যাই প্রিয় সখে চল যাই বনে।

বেড়ায়ে বেড়ায়ে মোরা গাব একতানে হে,
তুলি তার প্রতিধ্বনি সেই নিরজনে।
পবনের সনস্বন নদী কুলুরবে হে,
বিহঙ্গের কলস্বর শুনিব শ্রবণে!
চল যাই প্রিয় সখে চল যাই বনে।

বনে বনে ফুল তুলি গাঁথি ফুল মালা হে,
পরস্পর গলদেশে পরাব যতনে।
হেরিব হরষে কত, রবি তারা চন্দ্রে হে,
কভু ঘন কাদম্বিনী সুনীল গগনে।
এস মোরা দুই জনে রচিয়ে কুটীর হে,
রব সুখে ভাই-ভগ্নী-তরু-লতা সনে।
চল যাই প্রিয় সখে চল যাই বনে। ১৪॥

নীল গগন।

নীল গগন, চন্দ্রকিরণ, তারকগণ রে।
হের নয়ন, হর্ষমগন, চারু ভুবন রে।
নিদ্রিত-সব, মানব রব, নীরব ভব রে।
সুন্দর নব, হেরি বিভব, মেদিনি ভব রে।
ধীর পবন, বাহিত ঘন, প্লাবিত বন রে।
নন্দন বন, তুল্য গহন, মোহিত মন রে। ২৫॥

তটিনী।

তরঙ্গিনি! হেলে দুলে কোথা চলে যাও রে।
ত্রিদিব সৌন্দর্য্য আনি জগতে মিশাও রে।
অমরা হইতে আসি, আনি স্বর্গ সুধারাশি,
দুখী মহী দুখ কিগো ঘুচাইতে চাও রে।

কি প্রভাতে, কি সন্ধ্যায়, নিশার তিমিরে,
গীতের লহরী তুলি যাও কলস্বরে;
তরল সঙ্গীত দিয়ে, নরপ্রাণে মাখাইয়ে,
শ্রবণেতে স্বপ্নময়ী সুধা ঢেলে দাও রে।
তরঙ্গিনি হেলে দুলে কোথা চলে যাওরে।

একই সান্ধ্য সমীরণ ধীরে যায় লয়ে,
উপরে অরুণ রক্ত কান্ত মেঘ চয়ে ;
নিম্নে সুরঞ্জিত তায়, লহরী কাঞ্চন প্রায়,
যে লহরে হে নীলাম্বে ! ভুবন ভাসাও রে !

যখন তারকা বিধু নীলাকাশ হতে
কিরণ লহরী দিয়ে ভাসায় জগতে,
ঝিল্লীরবে গায় গান, তুমিও ভরিয়ে প্রাণ,
কি মধুর কল্লোলিনি ! মৃদুগীত গাও রে।
তরঙ্গিনি ! হেলে দুলে কোথা চলে যাও রে। ২৬॥

বন প্রবাহিনী নদী।

কোথায় হেলি দুলিয়া নদি ! নাচিয়া চলি যাও রে।
ললিত মৃদু মধুর রবে কাহার গুণ গাওরে।
হেরিয়া বুঝি কানন শোভা মোহিত তুমি হওরে ;
তাই কি নদি বিভুর প্রেমে মগন হয়ে রওরে।

বিজন বনে বাহিয়া তুমি তুষরে বন বাসী ;
বিতর সবে বিমল তব সলিল সুধারাশি।
যাওরে পুরবাহিনী-নদী-সখী সন্নিধানে ;
শুনাতে তার বিজন বনবাসি সুখ গানে। ২৭॥

হ্রদ।

দিবানিশি কেন হ্রদ ! কাঁদ দুখ ভরে ;
একাকী বিরলে তুমি বল কার তরে।
তুলি ক্ষুদ্র বীচি তব, করি মৃদু কলরব,
কেন গাও শোকগীত,—কি ব্যথা অন্তরে।
পিঞ্জরের পিক মত, থাক বদ্ধ অবিরত,
তাই কি গাওরে দুখে মৃদু কলস্বরে ?
তাই দিবানিশি হ্রদ কাঁদ দুখভরে ?

অথবা সংসার ত্যজি, তুমি কি তাপস সাজি,
সলিল কুটীর রচি ডাক যে ঈশ্বরে।
বিজন কুটীরে তব, আসে ক্ষুদ্রনদী সব,
ত্যজি কোলাহল পূর্ণ দূষিত নগরে ;
তাহাদিগে দয়া করে, বল হৃদে স্নেহভরে,
দেওরে আশ্রয় ক্ষুদ্র কুটীর ভিতরে।
কিন্তু দিবানিশি কেন কাঁদ দুখ ভরে। ২৮ ॥

সাগর।

রে বিশাল পারাবার রে গভীর পয়োনিধি !
আনন্দে কল্লোলি যাও রে মৃদু গম্ভীর নাদী !

অযুত যোজন ব্যাপি, অযুত বরষ ধাপি,
আছ রবে কতকাল বিস্তারি বিপুল হৃদি ?
জল জীব পূর্ণ হয়ে, ধর হৃদে রত্নচয়ে,
তোমারে ভীষণ করি, রত্নস্থ করিল বিধি।

সুনীল গগন সঙ্গে, মিশাও সুনীল অঙ্গে,
উত্তাল লহরী তুলে খেলাওরে নিরবধি।
গম্ভীর প্রশান্ত ভাবে, চলি যাও কলরবে,
নিরুদ্দেশে অবারিত অবিশ্রান্ত রে বারিধি।
হে বিশাল পারাবার রে গভীর পয়োনিধি।২৭॥

সাগর—যাওরে কল্লোলি।

যাওরে কল্লোলি সদা ঘন নীল পারাবার !
আনন্দে অশ্রান্ত তুমি হে অতুল হে অপার !
স্বাধীন তরঙ্গ দলে, তুলিয়ে চলিছ তুমি,
গরজি গম্ভীর সিন্ধু চলি যাও অনিবার।
বিস্তারি স্বাধীন বক্ষ, স্বাধীন চিন্তায় মগ্ন,
সহনা নরের দর্প তার বীর্য্য অহঙ্কার।

যাওরে কল্লোলি সদা ঘননীল পারাবার।
ঝঞ্ঝা প্রভঞ্জন সনে, কর ঘোর রণ তুমি,

একা সম প্রতিপক্ষ তুমি ভীম ঝটিকার।
কাল বাহু বিশ্বজয়ী ভাঙ্গিবে চুরিবে সবে,
বিজয়ী তোমার কাছে সিন্ধু! পরাজয় তার।
যেমতি সৃষ্টির দিনে কল্লোলিতে হে বারিধি!
কল্লোলিবে শেষদিন—যোগ্যসৃষ্টি বিধাতার।
যাওরে কল্লোলি সদা ঘননীল পারাবার। ৩০

প্রভাত।

উঠ উঠ বিশ্ববাসী, দেখ মেলি আঁখি
হইল শর্ব্বরী অবসান!
গেল কৃষ্ণবাস নিশা, দেখাদিল উষা
লোহিত বসন পরিধান।
হীনভাতি হেরি শশী ভাতিল দিনেশ,
ভুবনে জীবন করি দান।
নিমীলিত নিরখিয়ে তারকা কুসুমে,
জাগিল ধরায় ফুল প্রাণ।
নীরব ঝিল্লীর রব, তাই কুঞ্জে কুঞ্জে
বিহগ ধরিল মধুগান।
হাস্যময়ী উষা দিল মুছায়ে ধরার
অশ্রুসিক্ত কোমল বয়ান।

উঠ উঠ বিশ্ববাসী, দেখ মেলি আঁখি
হইল শর্ব্বরী অবসান। ৩১ ॥

সন্ধ্যা।

কাঁদাইয়ে বসুমতী দিনমণি যায় রে।
অশ্রুসিক্ত মুখ মহী তিমিরে লুকায় রে।
দোলে তরু বায়ুভরে, মেঘখণ্ড দোলে ধীরে,
দোলে তার সনে হৃদি মৃদুস্মৃতি বায় রে।
উথলে তটিনী ধীরে, সঙ্গে উথলে অন্তরে,
কেন রে চিন্তার নদী নিরখিয়া তায় রে।
হেরি সবে কেন মনে, স্মরি দূর প্রিয়জনে,
কেন সনে করে চিত্ত উদাসের প্রায় রে।
কাঁদাইয়ে বসুমতী দিনমণি যায় রে। ৩২ ॥

তরী প্রবাহিয়ে।

তরী প্রবাহিয়ে নাচিয়ে যায় রে।
কি সুন্দর নিশি, কে যাবি আয় রে।
ভাসে সুধাকর নীল গগনে রে,
নাচে নদী হৃদি মাঝারে—আয় রে।
বহে সমীরণ তুলি লহরী রে,
নাচে মৃদু তরু বল্লরী—আয় রে।

সব সনে নাচে প্রাণ আমার রে,
শান্ত ধরাতল হেরিয়ে— আয় রে।
তরী প্রবাহিয়ে নাচিয়ে যায় রে। ৩৩ ॥

সমীরণ।

ধীরে অবিরত তুমি বহ মৃদু সমীরণ ;
অদৃশ্য মানব নেত্রে বহ বায়ু অনুক্ষণ।
নিশীথে আদরে কানে,
কি মধু মুরলী গানে,
সঙ্গীতে মাখায়ে নিশি করি মনোহর তর ;
করিয়ে প্রবাসী প্রাণে সুখস্মৃতি জাগরণ।
লয়ে যাও বিধুকরে,
মেঘ খণ্ড ধীরে ধীরে,
চুম্বি চুম্বি ধীরে বায়ু ! ফুটন্ত বাসন্ত ফুলে ;
মধুর সুরভিশ্বাসে ভাসাও কুসুম বন।
হে সমীর বহ তবে
ভারতে এ কণ্ঠরবে,
থাকে ভস্মে অগ্নিকণা রবেনা পড়িয়ে তৃণ ;
তুমি আছ আসিবেনা কেন সখা হুতাশন। ৩৪ ॥

জন্মভূমি।

কি মাধুর্য্য জন্মভুমি জননি তোমার।
হেরিব কি তোমারে মা নয়নে আবার।
কতদিন আছি ছাড়ি,
তবু কি ভুলিতে পারি,
তবুও জাগিছ মাতঃ হৃদয়ে আমার।
লালিত শৈশব যথা যাপিত যৌবন,
ভুলিতে সে প্রিয় দৃশ্য চাহে কিগো মন,
প্রতি তরুলতা সনে
মিশ্রিত জড়িত মনে,
স্মৃতিচখে প্রিয় ছবি হেরি বার বার।

তোমা বিনা অন্য কারে মা বলে ডাকিতে,
কখন বাসনা মাতঃ নাহি হয় চিতে ;
অভুবন শোভা রাশি,
মাতঃ তব ভালবাসি ;
চাইনা সুরম্য স্থান নানা অলঙ্কার।
স্বর্গীয় মাধুর্য্যময় স্বদেশ আমার। ৩৫ ॥

ঐ—প্রাণে প্রাণে মিশি।

প্রাণে প্রাণে আছ মিশি প্রেমময়ি যার।
পারে পাসরিতে সে কি ও মূরতি আর।
যখনি তোমায় স্মরি,
বিয়োগের অশ্রুবারি
ভিজায়ে কপোল ঝরে নয়নে আমার।
আসিলাম যেই দিন ত্যজিয়ে তোমায়,
আলোড়িত চিত্ত মম আসিতে কি চায়;
যেন বিপরীত বায়
তটিনী বহিয়ে যায়
প্রতিকূল ঊর্ম্মিমালা খেলে বার বার।

ধনী বা কাঙ্গাল থাকি, এ বিশ্ব সংসারে
যথা যাই ভুলিবনা জীবনে তোমারে;
যথা যাই রবে মম
সাগর লহরী সম
হৃদয়ে অঙ্কিত বিধু মূরতি তোমার।
হৃদয়ের আছে এক প্রিয় মনস্কাম;
যেই দিন পরিহরি যাব ভব ধাম,

সেদিন ও প্রেমমুখে,
হেরিতে হেরিতে সুখে,
পাই ও চরণ তলে ত্যজিতে সংসার। ৩৬॥

শিশুহাসি।

শিশু সুধাময় হাসি হাস আরবার।
মুহূর্ত্তের তরে শোক ভুলি একবার।
শিশুর পবিত্র হাসি, নিরখিতে ভালবাসি,
উহাই অনন্ত সুখ জীবনে আমার।
হেলি হেলি দুলি দুলি, সুন্দর অলকগুলি,
উড়ে যাক্ বায়ুভরে ললাট—কপোল দিয়ে ;
ভ্রমর নয়ন দুটি, হাসি পূর্ণ ছুটি ছুটি,
বেড়াক নলিনমুখে কান্তশোভা বিকাশিয়ে ;
পড়ুক এ চিত্তনীরে প্রতিবিম্ব তার।
হাস ভবে চারুফুল হাস আরবার। ৩৭॥

হাসরে স্বর্গীয় ফুল।

হাসরে স্বর্গীয় ফুল হাসরে আবার
ক্ষণতরে ভুলে যাই দুখ আপনার।

আকাশে হাসিলে ইন্দু, আনন্দে উথলে সিন্ধু
গম্ভীর হৃদয়ে খেলে লহরী তাহার।

যখনি হাসরে শিশু তখনি সুন্দর ;
প্রাতে নিদ্রাভঙ্গে যবে হাস মনোহর
যেন ফুল্ল রবিকরে, উষার সরসী নীরে
হাসে পদ্ম বিকাশিয়ে মধুরিমা তার ;
আবার রোদন পরে হাসরে যখন
কি নব সুন্দর শোভা ধরে ও আনন !
যেন কাঁদি ঘন রাশি, হাসে ইন্দ্রধনু-হাসি
নবীন মাধুর্য্যে তার হাসায় সংসার
হাসরে স্বর্গীয় ফুল হাস আরবার।

হাস তবে মৃদু হাসি, স্বর্গকান্তি পরকাশি,
পবিত্র সুন্দর তুমি নন্দন কুসুম কলি ;
হৃদয় বিমুগ্ধ হবে, সুধাহাস্য নিরখিবে,
হৃদি দিয়া সুধা বর্ষি সুধাকর যাক চলি ;
সুধার সুরভিশ্বাসে ভাসুক সংসার।
হাস রে স্বর্গীয় ফুল্ল হাস আরবার। ৩৮ ॥

শিশু (নির্ম্মল কুসুম)।

নির্ম্মল কুসুম হাস অনিবার।
স্বাধীন পবনে দোল অবিরত,
ঢালিয়ে সুরভি ভার।

পবিত্র নীহারে, প্রাত রবিকরে,
স্নাত হয়ে সুকুমার,
ও স্বর্গীয় শোভা লহরে লহরে,
ঢাল ঢাল রে আবার।

যতদিন ফুল কোমল হৃদয়ে
নাহি পশে কীট সব,
হাস ততদিন বিমল হরষে,
বিকাশি মাধুরি তব।

আমাদের হাসি মুখের কেবল,
মিশ্রিত বিষাদে দুখে;
স্বরগ সম্ভব শোভা পায় হাসি
তোমার সুন্দর মুখে।

হাস রে কুসুম, দাঁড়ায়ে অদূরে,
দেখি আমি সেই হাসি।

ও পবিত্র তব সহাস বদন,
মুখে বড় ভালবাসি। ৩৯ ॥

জানিনা জননী কেন।

জানি না জননি কেন এত ভালবাসি ;
দুঃখের পীড়নে মোর হৃদয় ব্যথিত হলে,
জানি না তোমারি কাছে কেন ধেয়ে আসি ;
চাহিলে ও মুখপানে, কেন সব ভুলে যাই,
দূরে যায় কেন তাপ দুখ-তমোরাশি ;
জানি না আননে তব কি মধু সান্ত্বনা আছে,
জানি না কি মোহমন্ত্রে জড়িত ও হাসি।
জানি না জননি কেন এত ভালবাসি। ৪০ ॥

একটী বাসনা।

না চাই সম্পদ ধনজনমান ;
দাস দাসী শত, সেবিতে নিয়ত
গৃহমালা প্রাসাদ সমান।
প্রকৃতি জননী যার, কিসের অভাব তার,
রেখেছেন শত পরিজন ;

আৰ্য্যগাথা।

আমার সন্তোষ তরে, সবে প্রাণপণ করে,
—আমারি এ নিখিল ভুবন।

প্রকৃতি আমার তরে, রেখেছেন শির'পরে
নিরমল সুনীল আকাশ ;
সুন্দর উজল রবি, কোমল চন্দ্রমা ছবি,
তারাদল গগনে প্রকাশ।

আমারি কারণে ঘন, নির্ঝরিণী, গিরি, বন,
ছুটে মত্ত নীল পারাবার ;
তরুলতা, ফুলগণ, পিককুল, সমীরণ,
সাধিতেছে নিয়োগ আমার।

বিজন কুটীরে রব, বন শোভা নিরখিব,
মাতৃকোলে হইয়ে শয়ান।
বিষাদিত হলে প্রাণ, নিজ মনে গাব গান,
পাব শেষে বিরামের স্থান। ৪১ ॥

এত ভালবাস।

এত ভালবাস বলি প্রকৃতি আমার
তাই কি তোমার পানে সদা মন ধায় ?

যে ভালবাসে আমারে বাসবাসি তারে ;
প্রাণময় ভালবাসি তাই কি তোমারে।
না, নিঃস্বার্থ ভালবাসা জানিও আমার,
ভালবাসি, নাহি চাই প্রতিদান তার। ৪২ ॥

প্রকৃতি অন্তিম দিনে।

প্রকৃতি অন্তিম দিনে এস দয়া করি।
তাপিত সন্তানে মাতঃ লোয়ো তব ক্রোড়ে ধরি।
শান্তিময় দ্বীপ সম,
ধরিও মা ক্লান্ত মম
তরঙ্গ-তাড়িত দেহ ডুবিলে এ ভব তরি।
তার শত ক্লেশ ভুলি,
যাব হর্ষে পক্ষ তুলি,
নির্ভয়ে মৃত্যুর পাশে তোমারে নিকটে হেরি।

সেই দিন মা তোমার
সাশ্রুনেত্রে একবার,
—শেষ দিন—প্রেমময়ি নিরখিব প্রাণ ভরি।
চাহি তব মুখ পানে
ধীরে মুদিব নয়নে,
রহিবে নয়নে শেষ বিয়োগের অশ্রুবারি।

সে দিন শুইয়ে কোলে,
—স্থিরনেত্রে—পদতলে,
স্নেহের সন্তান তব যাবে বিশ্ব পরিহরি।
প্রকৃতি অন্তিম দিনে এস দয়া করি। ৪৩॥

কাঁদিবে কি স্নেহময়ি।

কাঁদিবে কি স্নেহময়ি জননি আমার ;
পূজক সন্তান তব ত্যজিলে সংসার।
যে ভালবাসিত এত,
পূজিত মা অবিরত,
দিত আসি প্রতি সন্ধ্যা অশ্রু-ফুল-ভার ;
শেষ দিন যে তোমারে
বিদাইল নেত্রধারে,
তার তরে এক বিন্দু দিবে নেত্রসার ?
স্থির পাণ্ডু মুখপানে
চাহিয়ে স্থির নয়নে,
হবে কি ব্যথিত তব প্রাণ একবার ?
কাঁদিবে কি সেই দিন জননি আমার ?

অথবা মা গুণযুক্ত
হেরিয়ে অপর সুত
এ দীন সন্তানে মনে থাকিবে না আর।
না মা, এ পুত্রেরও তরে,
তরু পত্র মরমরে,
গাবে অধোমুখে মৃত্যু সঙ্গীত তাহার!
সান্ধ্য সমীরণোচ্ছ্বাসে
ফেলিবে মা দীর্ঘশ্বাসে,
ঝরিবে অমূল্য অশ্রু নিশীথ নীহার
কাঁদিবে কাঁদিবে দেবি জননি আমার। ৪৪ ॥

ঈশ্বর স্তুতি।

"These, as they change, Almighty Father, these
Are but the varied God"——————

Thomson.

মন ভাব তাঁরে।

মন ভাব তাঁরে।

বিরাজিত যিনি আকাশে, ভুবনে,

বিশাল বিশাল নীল পারাবারে।

তেজস্বী যাঁহার তেজে প্রভাকর,

যাঁহার সৌন্দর্য্যে শশাঙ্ক সুন্দর,

মধুরতা যাঁর, রয়েছে বিস্তার,

অযুত অযুত তারকার হারে।

যাঁর অপারতা অনন্ত গগনে,

গাম্ভীর্য্য যাঁহার জলধি জীবনে,

করুণা যাঁহার, নিত্য অনিবার,

নিরখি নিরখি অখিল সংসারে।

কোমল কুসুমে যাঁর কোমলতা,

নির্ম্মল নীহারে যাঁর নির্ম্মলতা,

পবিত্র নির্ঝরে, যাঁর প্রেম ঝরে

মহিমা যাঁহার জীমূত প্রচারে।

অপার অগম্য গম্ভীর তাঁহার
গাওরে মহিমা প্রাণ অনিবার,
দুখ দূরে যাবে, মনে শান্তি পাবে,
গাওরে গাওরে অন্তর তাঁহারে,
ক্ষণতরে যাবে শোক তাপ ভুলি,
দুঃসহ যন্ত্রণা ভুলিবে সকলি,
বিশ্ব মধুময় হবে সমুদয়,
প্রকাশিবে রবি হৃদি অন্ধকারে। ২ ॥

আহা কি মধুর।

আহা কি মধুর দরশন।
অরুণ কিরণময় হাসিছে ভুবন।
প্রকৃতি সন্তান গুলি
তরু লতা হেলি দুলি,
পূজিছে বিভুরে ফুলে মাখায়ে চন্দন।
গায়ক বিহগ সবে
মিলিত ললিত রবে,
তাঁহার মহিমা গান করিছে কীর্ত্তন।
এস মোরা সব সনে,
মিলিয়ে পবিত্র মনে,
প্রীতি উপহার তাঁরে করিয়ে অর্পণ। ২ ॥

এস এস এস নাথ।

এস এস এস নাথ হৃদয়ে আমারি।
ডাকে প্রেমময় পিতা তুলি ক্ষুদ্র স্বরে হে,
সন্তান তোমারি।
জাগিল আকাশ রবি পরকাশে,
উর হৃদি ভানু হৃদয় আকাশে;
গাইল বিহগকুল নব অনুরাগে,
গাউক এ চিত্ত তব করুণা প্রচারি।

ফুটিল প্রসূন সুরভি কাননে,
ফুটুক আনন্দ হৃদে তার সনে;
ভাসায় সুরভি বন নবীন নীহারে,
ভাসাক হৃদয় মম তব প্রেম বারি।

সুমন্দ প্রভাত সমীরণ বয়,
কি সুন্দর বিশ্ব পবিত্রতা ময়,
বহুক হৃদয়ে নাথ শান্তি সমীরণ
পবিত্র হউক চিত্ত পাপ তাপহারি।

নিবিড় অরণ্য এ ঘোর সংসারে,
শ্রান্ত পথিক এসেছি তব দ্বারে,

দেও হে আশ্রয় নাথ তোমার কুটীরে,
এসেছে সন্তান তব শরণ ভিখারী।
এস এস এস নাথ হৃদয়ে আমারি। ৩॥

গাওরে আনন্দে সবে।

গাওরে আনন্দে সবে মহিমা তাঁহারি।
পূরিয়ে সে রবে বিশ্ব মিলি নর নারী।
প্রকাশিছে তেজ তপন যাঁহার,
কোমলতা শশী তারকার হার,
গায় যাঁর গুণ মেদিনী অপার
মহিমা প্রচারি।
ঘোষে সিন্ধু যাঁর মহিমার গানে
গায় জলধর ব্যাপিয়া গগনে,
গায় তরঙ্গিনী সুমধুর তানে,
করুণা যাঁহারি;
পূজে পুষ্পে যাঁরে নিত্য তরুগণ,
মাখায়ে কুসুমে নীহার চন্দন;
যাঁর গুণগান করিছে কীর্ত্তন,
আকাশ বিহারী।

যাঁহার মহিমা অসীম অম্বরে,
জলধি বিস্তারে, অচল শিখরে,
ঘোর মরু ভূমে গহনভিতরে,
সতত নেহারি। ৪॥

ভাবিলে রচনা।

ভাবিলে রচনা এই নাথ তব অতুলিত,
হয় প্রাণ মন মম তব প্রেমে পুলকিত।
হৃদয় জলধি নীরে, উথলে লহরী ধীরে,
আনন্দে বিস্ময়ে মুগ্ধ হয় হে ভকত চিত।
হৃদি কুঞ্জ বন হয় নন্দন সুরভিময়,
নয়নে হয় হে নাথ প্রেম অশ্রু বিগলিত।
যথায় ফিরাই আঁখি, সেখানে তোমারে দেখি,
সাগরে ভুবনে নীল নভে তুমি বিরাজিত। ৫।

এসহে হৃদয় বন্ধু।

এস হে হৃদয় বন্ধু! দরশন দাও দাসে।
ভাসুক হৃদয়োদ্যান স্বর্গীয় সুরভি শ্বাসে।
শোক তাপে জর জর, ব্যাকুলিত এ অন্তর,
হাসুক ক্ষণেক তরে পূর্ণ প্রেম পরকাশে।

অভেদ্য তিমির রাশি, ফেলেছে হৃদয় গ্রাসি,
বিরাজ হে পূর্ণবিধু তামস হৃদয়াকাশে।
দেও শান্তি দেও প্রীতি, দেও জ্ঞান শুদ্ধমতি,
তব প্রেম যাচি নাথ! পুরাও এ অভিলাষে।
এস হে হৃদয় বন্ধু দরশন দাও দাসে। ৬॥

কত আর প্রেমময়।

কত আর প্রেমময় করুণা নিধান!
কাঁদিবে তাপিত তব মানব সন্তান।
সুখ বিনা কি উদ্দেশে,
আমি নাথ এই দেশে,
কিসের পরীক্ষা—যদি পরীক্ষার স্থান।
সংসারে আসিয়ে পিতঃ সহি এত ক্লেশ,
পুনঃ শাস্তিভয়ে কেন থাকি পরমেশ;
করি যা এখানে এসে,
করি সব তবাদেশে,
পাপ পুণ্য সকলিত তোমার বিধান।

আছে জানি আমাদের শত অপরাধ,
তার তরে পিতা পুত্রে হয় কি বিবাদ;

সন্তানে যাতনা দিতে,
যাতনা কি হয় চিতে,
বুঝিনা এ সব মোরা শিশুর সমান।
স্নেহ করে আমাদের মুছ আঁখি ধার,
স্নেহ বাক্যে হাসি মুখে বল একবার,
শেষ দিন দোষ ভুলে,
লবে তবে কোলে তুলে,
হৃদয়ের ভয় ভীতি হকু অবসান। ৭ ॥

বিষাদোচ্ছ্বাস ।

"But hail, thou goddess sage and holy
Hail divinest Melancholy."

IL. Penseroso.

সঙ্গীত ।

এস সখে প্রিয়তম সঙ্গীত আমার ;
দুখেতে সান্ত্বনা এক তুমি অভাগার ।

যে তুফানে হৃদি নদী
আলোড়িত নিরবধি,
এ জীবন বেগ তুমি কি জানিবে তার ।
তুমি বিনা বল আর
কেবা আছে আপনার
—অহো কি কঠোর কম বিধি বিধাতার ।

জীবন আঁধারে মম
উজল নক্ষত্র সম,
এস গাই দুইজনে দুখ দুজনার ।
সংসার না শুনে তাই
হাসে বিশ্ব ক্ষতি নাই

আপনি মোহিত হব গীতে আপনার।
এস ভবে প্রিয়তম সঙ্গীত আমার। ১॥

ঝরিয়ে ঝরিয়ে আঁখি।

ঝরিয়ে ঝরিয়ে আঁখি ব্যথিত কি হলনা।
নিভে মোর প্রাণদীপ হৃদে চিতা নিভিলনা।
জীবন আকাশে মম,
প্রভাত-তারকা সম
প্রতিদণ্ড চলে যায় ঊষা কিন্তু আসিলনা।
ফুরায় রে লীলা ভবে,
তবু কি কাঁদিতে হবে,
শুকায় জীবন সিন্ধু শোক নদী শুকালনা।
ঝরিয়ে ঝরিয়ে আঁখি ব্যথিত কি হলনা। ২॥

নিশীথে গান শুনিয়া।

নিশীথে ললিত স্বরে কে গায় রে গান।
মাতিল হৃদয় করি গীতি-সুধা-পান।
গায় কি তারকা সবে, মিলিত করুণ রবে,
ভাসায়ে সঙ্গীত স্রোতে নর নারী প্রাণ।

স্বর্গচ্যুতা দেবী আসি, বিষাদে বিজনে বসি,
ঢালেন কি দুখ পূর্ণ সুমধুর তান।
পাপেতে ব্যথিত প্রাণে, ধরণী করুণ তানে,
গান কি এ গীত দেখি দিবা অবসান;
বিধি কি স্বর্গীয় স্বরে, পাঠালেন দয়া করে,
জুড়াতে নিদ্রিত শ্রান্ত মানব সন্তান।
নিশীথে ললিত স্বরে কে গায়রে গান। ৩॥

দুঃখশোক পরিপূর্ণ।

দুখ শোক পরিপূর্ণ এই ধরাতল।
আসে নরগণ হেথা কাঁদিতে কেবল।
প্রতিপদে দুখ রাশি, আবরে জীবন আসি,
—রোদনের জন্মভূমি এ মহীমণ্ডল।
আজি মৃত পিতা কার আজি কার মাতা,
আজি কার প্রিয়ভগ্নী আজি কার ভ্রাতা,
এই রূপ হাহাকারে, শুনি সদা এ সংসারে,
মানব জীবন ময় আঁধার কেবল।
দুখ শোক পরিপূর্ণ এই ধরাতল।
না উঠিতে সুখ ভানু জীবন আঁধারে।
অমনি নিবিড় মেঘে আবরে তাহারে।

না উঠিতে তৃণচয়, চরণে দলিত হয়,
না ফুটিতে শুকায় রে সুখ শতদল।
রহেনা একটি ফুল এ কণ্টক বনে,
ভাসেনা একটি তারা আঁধার গগনে ;
কাঁদিতে জনম লব, কাঁদিয়া চলিয়া যাব,
অশ্রুবারি মানবের জীবন সম্বল।
দুঃখ শোক পরিপূর্ণ এই ধরাতল। ৪ ॥

নিরাশা।

দুঃখেতে যাপিত মম হল চিরকাল !
নাহি জানিলাম সুখ—হায়রে কপাল !
সন্তরিনু সরোবরে সুখ সরোজ আশে,
দেখি কমলহীন শৈবাল।
পেতে দ্বীপ শান্তিময় ভ্রমিলাম সাগরে,
দেখি সব তরঙ্গ বিশাল।
অন্বেষিতে সুখোদ্যানে আসিলাম শ্মশানে,
হায় বিধি মোর কি করাল।
স্থান দিও পরমেশ নাথ তব চরণে,
যবে আসিবে হে পরকাল। ৫ ॥

বিষাদ সঙ্গীত।

আহা কে গাইল এই সুমধুর গান।
লহরে ভাসায়ে লয়ে যায় যে এ প্রাণ।
হৃদিতল আলোড়িয়ে, সুখ-স্মৃতি জাগরিয়ে,
আকুল করিয়ে চিত্ত কে ধরিল তান।
কে যেন চিরিয়ে বক্ষে, খুলিয়ে স্মৃতির চক্ষে,
আনিল শৈশব দৃশ্য স্বপন সমান।
কে গাইল কে গাইল, অমৃত ঢালিয়ে দিল,
ভাসাল সুরভিশ্বাসে হৃদয় উদ্যান।
আহা কে গাইল এই সুমধুর গান। ৬॥

জীবন বিসর্জ্জন।

রহিব কাহার তরে কে বল আছে আমার।
নিশা সম হেরি মহী সুনিবিড় অন্ধকার।
আর এ কণ্টক বনে, থাকি বল কি কারণে,
কিবা কায এ জীবনে চির দুখী অভাগার।
কোথা আজ পিতামাতা, কোথা ভগ্নী কোথা ভ্রাতা,
দেখ চিরদুখী হেথা ত্যজিল সুখ সংসার।

ডুবরে জীবন তরী, কাল সাগরে নীরবে,
নাহি তোর কেহ ভবে ফেলিবে যে অশ্রুধার।
থাকিব কাহার তরে কে বল আছে আমার। ৭ ॥

সান্ধ্য-চিন্তা।

ওই যায় দিনমণি হল দিবা অবসান।
আসিছেন নিশাদেবী ঢাকিতে বিশ্ব উদ্যান।
জীবনের এক দিন
কাল জলে হল লীন,
পৃথিবীর কোলাহলে কেটে গেল দিনমান।
আবার কাল আসিবে,
আবার চলিয়া যাবে,
আবার আসিবে নিশি জাগায়ে তারকা প্রাণ।
এইরূপে ধীরি ধীরি
বহিবে জীবন তরি,
ডুবিবে একদা শেষে সাগরে অর্ণবযান।
জীবনের সে সন্ধ্যায়,
বহিবেনা মৃদু বায়,
বিহঙ্গ ললিত তানে গাবেনা মধুর গান।

আসিবে গম্ভীর নিশি,

আঁধারিয়ে দশ দিশি,

সে ব্যোমে তারকাচন্দ্র রহিবে না জ্বালমান।

হল দিবা অবসান। ৮॥

সুখ বিসর্জ্জন।

কেন আর ধরি এ জীবন।

বিগত সকল সুখ জীবনে মরণ।

মনোহর এ সংসার, সুন্দর না হেরি আর,

বহিয়ে শোকের ভার অবসন্ন মন।

গগণে চন্দ্রমা হেরি, ভাসে সুখে নর নারী,

কিন্তু কেন অশ্রুবারি ঝরে এ নয়ন।

দেখি নিশা অবসান, পাপিয়া গায়রে গান,

কাঁদে কেন মম প্রাণ, শুনি তা এখন।

কেন বৃথা ধরি এ জীবন। ৯॥

নিশীথ।

এস তারামরি নিশি! এস দেবী ধরাতলে,

ব্যথিত পীড়িত প্রাণে ডাকি আমি তোমারে।

হয় যে সময় হৃদে, বুকেতে যে শেল বিঁধে,
তোমা বিনা শান্তিময়ি জানাইব কাহারে,
হুহু করি হৃদিতলে, দেখ কি আগুণ জ্বলে,
তব শান্তি জলে দেবি নিবাও গো তাহারে।
কোলাহলে রবি-করে, হৃদয় ব্যথিত করে,
ভালবাসি ঐ নির্জ্জনে স্বপ্নময় আঁধারে।
ভরিয়ে ব্যথিত প্রাণ, ক্ষণেক করিব পান,
অশ্রান্ত স্বর্গীয় তব মৃদু ঝিল্লী ঝঙ্কারে।
অশ্রুভরা আঁখি দিয়ে, ভরি প্রাণ নিরখিয়ে,
প্রিয়কান্ত তারাগুলি নভোবন মাঝারে। ১০ ॥

স্মৃতি।

এস স্মৃতি প্রিয়সখি এসরে আমার।
মিশায়ে চিন্তার সনে মুরতি তোমার।
উঘাটি হৃদয় দ্বারে, লয়ে বাতি ধীরে ধীরে,
ভাসাও মধুরালোকে হৃদয় আগার।
কভু নাহি পাব যাহা, একবার হেরি তাহা,
অস্পৃষ্ট শৈশব ছবি হৃদয় মাঝার।
এস এস প্রিয়সখি এসরে আমার। ১১ ॥

চিন্তা।

এস এস প্রিয় সহচরি।
খেলাও হৃদয়ে মোর ভাবের লহরী।
প্রতি সমীর লহরে, প্রতি পত্র মর মরে,
প্রতি জলধর রাগে নব বেশ ধরি।
নিদ্রিত জীবনে মম, সুখময় স্বপ্নসম,
আন সেই বাল্যছবি চিত্ত মুগ্ধকরী!
বড় ভাল লাগে মোর, স্বপ্নময় ঘোর ঘোর,
বিষাদে জড়িত ওই বদন তোমারি।
এস এস প্রিয় সহচরি। ১২॥

বিগত শৈশব।

গিয়াছে কি সুখময় শৈশব আমার রে।
লভিব কি সেই সুখ জীবনে আবার রে।
আহা— কতসুখে সঙ্গীসনে, বেড়াতাম ফুল্ল মনে.
হেরিতাম প্রতিদিন নবীন সংসার রে।

হায়—কেহ নাই আছে কেহ, কিন্তু সে সরল স্নেহ,
অনাবৃত ভালবাসা ফিরিবে কি আর রে।

হায়—নাহি সে আনন্দ প্রীতি, কেবল মধুর স্মৃতি,
দেখায় সে দৃশ্য হৃদে আনি বার বার রে।
আহা—আর কি ফিরিবে হায়, সেই দিন পুনরায়,
ফেরে কি নদীর ঢেউ গেলে একবার রে।
গিয়াছে কি সুখ কাল শৈশব আমার রে। ১৩॥

নিদ্রা।

এস শান্তিময়ি দেবি! দেও ক্রোড় সুকোমল।
তাপিত মস্তক রাখি করি প্রাণ সুশীতল।

কে জগতে তুমি বিনা, দুঃখেতে দিবে সান্ত্বনা,
দরিদ্রের তুমি দেবি চির জীবন সম্বল।
চির অশ্রুভরা আঁখি, ক্ষণেক মুদিত রাখি,
প্রহরেক তরে মম মুছাও মা অশ্রুজল।

যুঝে যে তুফান সহ, হৃদি-নদী অহরহ,
ক্ষণেক হউক শান্ত প্রতিকূল ঊর্ম্মিদল।
বায়ূর্ম্মি-তাড়িত মম, অস্থিরে যে মা পোত মম,
তুমি শোভাময় বেলা ধরিও এ বক্ষস্থল।
এস শান্তিময়ি দেবি দেও ক্রোড় সুকোমল। ১৪॥

বয়ে যাও বয়ে যাও।

বয়ে যাও বয়ে যাও তরি মোর অবিশ্রাম ;
নাহি পাও যতদিন সেই দ্বীপ—শান্তিধাম ;
বহুক ভীষণ বাত্যা, গর্জ্জুক তরঙ্গ রাশি,
ভয় নাই—বয়ে যাও সে দ্বীপ উদ্দেশে ;
আকুল এ সিন্ধু-বক্ষে কভু পাবে না বিরাম।
এ ভীম ঝটিকা মাঝে ডুব তায় ক্ষতি নাই,
অনুকূল বায়ু আশে রহিও না কভু ;
নিষ্ঠুর পবন ঊর্ম্মি কখন হবে না বাম।
বয়ে যাও বয়ে যাও অবিশ্রান্ত—অবিরত,
পাও সে অন্তিম দ্বীপ, থামিও সে স্থানে,
—সে দিন পাইবে শান্তি পূর্ণ হবে মনস্কাম।
বয়ে যাও বয়ে যাও তরি মোর অবিশ্রাম। ১৫॥

মুরলী।

গাও রে মুরলী আজ গাও রে আবার।
কলকণ্ঠে ঝঙ্কারিয়া উঠ আরবার।
আরবার সুধাস্বরে, ভুবন প্লাবিত করে,
চন্দ্র সূর্য্য সনে গীত শিখাও তোমার॥

কাঁপি বায়ু মধুস্বরে, মিশাইবে নীলাম্বরে,
কাঁপি পরশিবে মম হৃদিযন্ত্র তার।
অমনি সে গীত সনে, অমনি প্রমত্ত মনে,
উঠিবে স্মৃতির তন্ত্রী করিয়ে ঝঙ্কার।
গাও রে মুরলী আজ গাও রে আবার। ১৬ ॥

পূর্ণিমা নিশীথে দূরাগত মুরলীধ্বনি শুনিয়া।

কে গায় রে সুমধুর স্বরে ;
হৃদয় আকুল করে, প্রাণ মন হরে।
সুদূর আকাশে বসি, গায় কিরে পূর্ণশশী,
তা না হলে এত সুধা কোথা হতে ঝরে।
এ জোস্নায় ঢালে কাণে, কিবা জোস্নাময় গানে,
আনে রে কি মধু প্রীতি সমীর লহরে।
ঘুমন্ত জগত দিয়া, যায় স্বপ্ন বরষিয়া,
প্রবাসীর সুখস্মৃতি জাগায়ে অন্তরে।
কে গায় রে সুমধুর স্বরে। ১৭ ॥

ঐ—কে গায় রে সুমধুর স্বরে।

কে গায় রে সুমধুর স্বরে ;
মাখায়ে স্বর্গীয় সুধা চন্দ্রসুধাকরে।

মোহি মন্ত্রে দশদিশি, দূর শূন্যে যায় মিশি,
—প্লাবিল—ভরিল গীত অবনী অম্বরে।
কিবা বিষাদিত স্বর, কিবা প্রাণমুগ্ধকর,
বিষাদের তান বিনা কি মোহে অন্তরে।
—আবার সে উচ্চতান—মাতিল—ভরিল প্রাণ,
জানি না উথলে কি যে প্রাণের ভিতরে।
কে গায় রে সুমধুর স্বরে। ১৮॥

অশ্রুজল।

এস এস চিরবন্ধু এস প্রিয় অশ্রুজল!
আকুল জীবনে সখে তুমি মানব সম্বল।
নিতান্ত ব্যথিত হলে, প্রাণের সুহৃদ্ বলে,
ধরিয়ে তোমার গলে করি প্রাণ সুশীতল।
এসেছি ব্যথিত প্রাণে, আজ তব সন্নিধানে,
জ্বলে যে হৃদয়ে বহ্নি নিবাও সে চিতানল।
এস এস চিরবন্ধু এস প্রিয় অশ্রুজল। ১৯॥

ঐ—শৈশব বসন্ত যবে।

শৈশব বসন্ত যবে ফুরায়েছে জীবোদ্যানে।
প্রাণের সুহৃদ্ আছে মিশাইয়ে প্রাণে প্রাণে।

আমার জীবনে হায়, কিবা আর শোভা পায়,
কি শোভে তামসী নিশি নীহার সলিল বিনে।
নাহি শোভে হাসি আর, আজ দিন কাঁদিবার,
হেসেছি হৃদয় ভরি সুখের হাসির দিনে।

শিশুদের শোভে হাসি, আমাদের অশ্রুরাশি,
রহিও নয়নে যবে গাইব বিষাদগানে।
লয়ে ও সম্বল সাথে, চলিব জীবন পথে,
রহিও নয়নে অশ্রু! ভবলীলা অবসানে। ২০॥

আর্য্যবীণা।

"স্ফুলিঙ্গাবস্থয়া বহ্নিরেধাপেক্ষ ইব স্থিতঃ"

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।

বীণা বাজিবে কি আর।

বীণা বাজিবে কি আর।
অথবা নিদ্রিত আর্য্য হিন্দুগণে,
রহিবে বিষণ্ণ প্রাণ কি তাহার।
ঘুমাবে কি বীণা চিরদিন তরে,
জাগিবেনা আর সুমধুর স্বরে,
শুনি যার স্বর, স্তম্ভিত সাগর,
ভাসিত আকাশ মোহিত সংসার।
সেই বীণা আজ বিষণ্ণ কি রবে,
সেই বীণা আজ ঘুমাবে নীরবে,
যার সুধা-স্বরে, ভারত ভিতরে,
হইত একদা জীবন সঞ্চার।

আর্য্যগাথা।

কভুনা কভুনা উচ্চতর স্বরে,
বাজ বীণে আজ ভারত ভিতরে,
গাও উচ্চতানে, সে নীরব গানে,
নবীন ঝঙ্কারে বাজরে আবার।
আজি এ ভারত মহান্ শ্মশান,
মহা নিদ্রাগত কোটি কোটি প্রাণ,
ভারত সংসার, স্তব্ধ চারিধার,
গভীর গভীর অভেদ্য আঁধার।
এই অন্ধকারে বীণা একবার,
বাজরে গম্ভীর বাজরে আবার,
দৈববশে তায়, যদি পুনরায়,
জাগে আর্য্য শুনি জানিত ঝঙ্কার।
বীণা বাজ একবার। ১ ॥

রেখে দেও রেখে দেও।

রেখে দেও রেখে দেও প্রেমগীত স্বরে রে।
কেন ও কুহক আর ভারত ভিতরে রে।
যাও চলি পরভৃত, চাই না ও মৃদুগীত,
গাও রে পাপিয়া তবে ভাসায়ে অম্বরে রে।

শুনিয়া মুরলী গান, জাগিবে না আর্য্যপ্রাণ,
ঢালিবে সে স্বপ্ন তার শ্রবণ কুহরে রে।
উঠ তবে পার যদি, রে তুরী গগনভেদী,
উঠ কাঁপি দূরাকাশে লহরে লহরে রে।

শঙ্কর গৌতম কথা, প্রতাপের বীরগাথা,
গাও আজি পথে পথে নগরে নগরে রে।
মিলি আর্য্য কবিগণে, গাও রে উন্মত্ত মনে,
নীরব পুরাণ গীত সানন্দ অন্তরে রে।
রেখে দেও রেখে দেও প্রেমগীত স্বরে রে। ২ ॥

স্বদেশ স্তোত্র।

স্বদেশ আমার! নাহি করি দরশন,
তোমা সম রম্য ভূমি নয়ন রঞ্জন।
তোমার হরিত ক্ষেত্র, আনন্দে জুড়াবে নেত্র,
তটিনীর মধুরিমা ভুলিবে এ মন।
প্রভাতে অরুণ ছটা সায়াহ্ন অম্বরে,
সুরঞ্জিত মেঘমালা আর [illegible]

নিশীথে সুধাংশুকর, তারা মাখা নীলাম্বর,
কে ভুলিবে কে ভুলিবে থাকিতে জীবন।

কোথায় প্রকৃতি এত খুলিয়ে ভাণ্ডার
দিতেছেন মুক্ত করে শোভারাশি তাঁর?
প্রতি ক্ষেত্রে, প্রতি বনে, প্রতি কুঞ্জে উপবনে,
কোথা এত—কোথা এত বিমোহে নয়ন?
বাসন্ত কুসুম রাজি বিবিধ বরণ,
তুমি কোথা এত স্নিগ্ধ বয় সমীরণ?
তরুরাজি তব সম কলকণ্ঠ বিহঙ্গম,
পাইব না পাইব না খুঁজিয়ে ভুবন।

হায় মা আসিয়ে যত নিষ্ঠুর যবন,
হরিয়াছে ও দেহের সকল ভূষণ;
কিন্তু তব হিমগিরি, জাহ্নবীর নীলবারি,
পারিবে না পারিবে না করিতে লুণ্ঠন।
অতুল স্বর্গীয় শোভা জননী তোমার,
মিশিবে মা অশ্রুজলে নয়নে আমার;
যথায় যাইব আমি, তোমারে জনমভূমি
ভুলিব না ভুলিব না জীবনে কখন। ৩॥

প্রভাত শশী।

হে সুধাংশু কেন পাংশু বদন তোমার,
বিষাদের রেখা কেন বা আননে।
নিরখি অরুণোদয়, হাসে বিশ্ব সমুদয়,
ও মুখ প্রফুল্ল নহে সে কিরণে।
ধীরে ধীরে রবিপানে, চাহিয়ে বিষণ্ণ প্রাণে,
পড়িছ ঢলিয়া পশ্চিম প্রাঙ্গনে।

এই ছিলে হাসি হাসি, ঢালি কর সুধারাশি,
ভাসি নীলাম্বরে শত তারাসনে।
লুকাল সে তারা সব, অস্তমিত সে গৌরব,
আর কি হে শশী ফিরিবে গগণে। ৪।

প্রতিমা বিসর্জ্জন।

আয় রে অভাগা আজি আয় রে ভারতবাসী।
চিরপ্রিয় গৃহলক্ষ্মী আয় বিসর্জ্জিয়ে আসি।
ভাসাই সাগরে আনি, সোণার প্রতিমাখানি,
লুকাইবে সিন্ধুজলে সে অনন্ত রূপরাশি।

আমরা দাঁড়ায়ে তীরে, বিসর্জ্জিয়ে নেত্রনীরে,
হেরিব মজ্জতী মূর্ত্তি স্বর্গশোভা-পরকাশী।
ডুবিবে সে কান্তি যবে, বিষাদে ফিরিব তবে,
হেরি শূন্য সিন্ধু হৃদি একবার দীর্ঘশ্বাসি।
পারি যদি পুনরায়, আদরে তুলিব তায়,
নহে বিসর্জ্জিব সঙ্গে আনন্দ—সুখের হাসি। ৫॥

প্রভাত কুসুম।

কোমল কুসুম রত্ন উঠ উঠ ত্বরা করি।
সমুদিত সুখভানু পোহাইল বিভাবরী।
বহে স্বাধীন পবন,
নাচাইয়ে ফুলগণ,
তুমি না সেবিলে তায় বিষাদে দেহ আবরি।
সকলের অশ্রুজল, রবিকরে শুকাইল,
কেন তব নেত্রনীর ঝরে অনিবার;
বুঝি বা কোরকে তব
পশিয়াছে কীট সব
নীরবে দংশন-ব্যথা সহ ফেলি অশ্রুবারি।

সব পুষ্প হাসে সুখে, তুমি কেন অধোমুখে,
পত্রাঞ্চলে ঢাকি তব কোমল বয়ান ;
অতুল প্রসূন আর
ফেলিও না আঁখি ধার
উঠ রে কানন বন্ধু এ বিষাদ পরিহরি।
কোমল কুসুমকলি উঠ উঠ ত্বরা করি। ৬ ॥

মেল রে নয়ন !

মেল রে নয়ন !
ভারত সন্তান উঠ—উঠ রে এখন।
শতাব্দী শতাব্দী পরে,
আবার যে রবিকরে
ভাসুক ভুবন।
দেখ সকলেই হাসে, আনন্দ সাগরে ভাসে,
তুমি কেন রবে আর্য্য বিষাদে মগন ;
বিভাবরী অবসানে
উঠ রে প্রফুল্ল প্রাণে—
প্রিয় ভ্রাতৃগণ।

ইতিহাস মধুস্বরে, তব জাগরণ তরে,
ভারত গৌরব গান করেন কীর্ত্তন ;
শুনি তাহা কোন্ প্রাণে
আছ পড়ি এই স্থানে
করিয়ে শয়ন। ৭ ॥

কেন মা তোমারি।

কেন মা তোমারি—
সহাস বদন আজ মলিন নেহারি।
আলুলিত কেশপাশ,
তব এ মলিন বাস ;
হেরিতে না পারি।
নীরবে সজল আঁখি, ঊর্দ্ধভাবে স্থির রাখি,
ডাকিছ কাহারে বদ্ধ বাহুযুগ প্রসারি ;
কেমনে সন্তানগণ
করিছে মা দরশন
তব অশ্রুবারি। ৮ ॥

ভারত মাতা।

কি দুখে কহ গো মাত সহ এত অপমান ?
দেখিয়ে তোমার দুখ কাঁদে যে আমার প্রাণ।
বল মাতঃ কি কারণে, বসি আছ ধরাসনে,
কেন বা এ নিরজনে গাইতেছ দুখ গান ?

কত বর্ষ হল গত, আর মা কাঁদিবে কত ?
হবে না কি এ জীবনে দুখনিশি অবসান ?
ধরেছ যে নিজোদরে, বিংশতি কোটি নরে,
সে কি কাঁদিবারি তরে রহিতে দাসী সমান ?
কি দুখে কহ গো মাত সহ এত অপমান ? । ৯ ॥

কি লয়ে কর রে গর্ব্ব ?

কি লয়ে কর রে গর্ব্ব কি বল আছে তোমার ?
সকলি পরের লয়ে কেন বৃথা অহঙ্কার।
বিধু যথা রবিকরে, মহী আলোকিত করে,
না পায় কিরণ যদি সব হয় অন্ধকার।
বিদেশীর পদতরি, আছ রে আশ্রয় করি
অপরের ছায়া তুমি কিবা ভব আছে আর ? ১০ ॥

বিষণ্ণা ভারতী।

মনোমোহন মুরতি আজি মা তোমার,
মলিন হেরিতে মাগো পারিনা যে আর।
কেন মা আজ নীরব, বীণায় কাকলি তব,
কেন বা পড়িয়ে বীণা আছে একধার ?

নাহি ভবভূতি ব্যাস, নাহি মাঘ কালিদাস,
তাই কি মলিন বেশে কাঁদ অনিবার ?
পর ভয়ে স্বর তুলে, পারনা হৃদয় খুলে,
গাহিতে স্বাধীন ভাবে ঝঙ্কারিয়া আর ?

তাই তব অশ্রুজল, ঝরে কি মা অবিরল,
তাই কি নীরব তব বীণার ঝঙ্কার !
লও বীণা তুলি করে, মধুর গম্ভীর স্বরে,
গাও মা স্বর্গীয় গীত জগতে আবার। ১১॥

কাঁদরে কাঁদরে আর্য্য।

কাঁদরে কাঁদরে আর্য্য কাঁদ অবিরল।
শুকাবে জীবন নদী শুকাবে না আঁখিজল।

এ জগতে একা বসি, কাঁদ দুখে দিবানিশি,
নয়নের জলে তোর ভাসাইয়ে ধরাতল।
কাঁদরে কাঁদরে আর্য্য কাঁদ অনিবার।
পেয়েছিলি একদিন যবে প্রাণভরে,
হাসিতিস্ আর্য্য তুই জগত ভিতরে,
সেদিন নাহিক আর, কাঁদ তবে অনিবার,
নিবিবে জীবন দীপ নিবিবেনা চিতানল।
কাঁদরে কাঁদরে আর্য্য কাঁদ অবিরল। ১২ ॥

কেনরে ভারত বাসি।

কেনরে ভারতবাসী ঘুমঘোরে অচেতন!
দেখ আঁখি মেলি, গিয়াছে সকলি,
ভারতের বল কি আছে এখন।
ভারত গৌরব সুখ দিনমণি
ঢেকেছে গভীর আঁধার রজনী,
হবে কি প্রভাত সে দুখ যামিনী,
হইবে ভারত আবার তেমন।

ভারত নিবাসী প্রফুল্ল অন্তরে
গাইবে কি পুনঃ সুললিত স্বরে,

ভারত মহিমা ভারত ভিতরে,
স্বর্গীয় সঙ্গীতে ভাসায়ে ভুবন।
উঠরে প্রাণের ভ্রাতৃগণ সবে,
উঠিবে দিনেশ আবার পূরবে,
অরুণ কিরণে ভারত ভাসিবে,
রবি করে নিশি হবে নিমগন। ১৩॥

করোনা করোনা তার অপমান।

আর্য্য!

যেই স্থানে আজ কর বিচরণ,
পবিত্র সে দেশ পুণ্যময় স্থান।
ছিল এ একদা দেবলীলা ভূমি ;—
করোনা করোনা তার অপমান।

আজিও বহিছে গঙ্গা গোদাবরী,
যমুনা নর্ম্মদা সিন্ধু বেগবান ;
ওই আরাবলী, তুঙ্গ হিম গিরি ;—
করোনা করোনা তার অপমান।

নাই কি চিতোর, নাই কি দেওয়ার,
পুণ্য হলদীঘাট আজো বর্ত্তমান ?

নাই উজ্জয়িনী অযোধ্যা হস্তিনা ?—
করোনা করোনা তার অপমান।

এ অমরাবতী, প্রতিপদে যায়
দলিছ চরণে ভারত সন্তান !
দেবের পদাঙ্ক আজিও অঙ্কিত ;—
করোনা করোনা তার অপমান।

আজো বুদ্ধ-আত্মা প্রতাপের ছায়া
ভ্রমিছে হেথায়—আর্য্য সাবধান ! !
আদেশিছে শুন অভ্রান্ত ভাষায়,
"করোনা করোনা তার অপমান" । ১৪ ॥

জ্বালাও ভারত।

জ্বালাও ভারত হৃদে উৎসাহ অনল।
ফেলিব না শোকে আর নয়নের জল।
কাঁদিয়াছি বহুদিন কাঁদিবনা আর হে,
দেখিব আজো এ মনে আছে কত বল।
বিভব গৌরব মান সকলি নির্ব্বাণ হে,
আছে মাত্র আর্য্যবংশ-গরিমা সম্বল।

এখনো আমরা সেই আর্য্যের সন্তান হে,
বহিছে শিরায় আর্য্য-শোণিত প্রবল।
সেই বেদ, সে পুরাণ, আজো বর্ত্তমান হে,
সে দর্শন যাহে মুগ্ধ আজো ভূমণ্ডল।
সেই ঘাট, সেই বিন্ধ্য, সেই হিমালয় হে,
জাহ্নবী যমুনা বারি, আজো নিরমল।

আজিও বিস্তৃত সেই পুণ্য আর্য্যস্থান হে,
আমরা সন্তান তার কেন হীন বল।
উঠ অগ্রসর, ভাই ত্যজি বিসম্বাদ হে,
ভাই ভাই মিলি সাধ স্বদেশ মঙ্গল।
অজস্র রোদনে যাহা হয়নি সাধন হে,
আজি নবোৎসাহে তাহা হইবে সফল,
জ্বালাও ভারত হৃদে উৎসাহ অনল। ১৫॥

গাও আর্য্য সুতচয়।

গাও আর্য্য সুতচয়।
মিলিয়ে গাওরে রটন মহিমা
জাগরে হরষে ভারত হৃদয়।

গাও জাগি সবে সুখের সাগরে,
বৃটন মহিমা প্রফুল্ল অন্তরে,
সঘন গরজে সুগভীর স্বরে,
গাও আর্য্যসুত বৃট্যানিয়া জয়।
কি আনন্দ নাচ ভারত অন্তর,
জয়ের নিনাদে ফাটুক অম্বর,
তোলরে মিলিত উচ্চকণ্ঠ স্বর,
গাও রে অবাধে নাহি কারে ভয়।
কারে কর ভয় কেবা নাহি জানে
বৃটনের বীর্য্য এ তিন ভুবনে,
কি ভয় যখন বৃটন চরণে,
স্পর্শে কেশ তব সাধ্য কার হয়।
ঘোর রবে ভেরী বাজুক সঘনে,
গর্জ্জুক কামান মেঘ গরজনে,
শুনুক সকলে তোমাদের গানে
বৃটন মহিমা আর্য্যভূমি ময়।
গাও আর্য্য সুতচয়। ১৯।

কত কাল দুখ ঝড়।

কত কাল দুখ ঝড় এ হৃদয়ে বহিবে।
অভাগা ভারত বাসী কত দুখ সহিবে।
ত্যজি গর্ব্ব মান ত্যজি,
পথের ভিখারী সাজি,
কত দিন আর্য্য আর দ্বারে দ্বারে ফিরিবে।
হায়রে ব্যথিত হয়ে
বিষাদের ভার বয়ে,
কত দিন পথে পথে শোক গান গাইবে।
অতুল ঐশ্বর্য্য ধন
পর হস্তে সমর্পণ,
করিয়ে ভারত কত অনাহারে কাঁদিবে।
কত কাল দুখ ঝড় এ হৃদয়ে বহিবে। ১৭ ॥

আজ আয় আয় ভাই।

আজ আয় আয় ভাই সব মিলে।
সাধিতে স্বদেশ হিত আয়রে সকলে।
চির দিন দুখে বসি কি হবে কাঁদিলে,
একা অসহায় ভাই মোরা ধরাতলে,

হয় কি উদ্ধার কাজ এক নাহি হলে,
হয় কি উদ্ধার কাজ প্রাণ নাহি দিলে ;
আয় একবার সবে দ্বেষ হিংসা ভুলে,
আয় এই দুখ নিশি দূরে যাবে চলে। ১৮ ॥

কেন উঠে।

কেন উঠে কেন আজ তুমি ভারত মাঝার।
পারি না করিতে দূর যদি তমোরাশি তার।
কেন উঠে মৃদু হাসি,
আস তবে উপহাসি,
তোমার মধুরালোকে তার ঘোর অন্ধকার।
দিবস দাসত্ব পরে,
দেখ ক্ষণকাল তরে,
ঘুমায় নিবারি আর্য্য অবারিত আঁখিধার।
তুমি তারে ব্যথা দিতে
নব দুখে জাগারিতে
কেন তবে—কেন তবে—কেন তবে আস আর। ১৯॥

কেন ভাগীরথি।

কেন ভাগীরথি হাসিয়ে হাসিয়ে,
নাচিয়ে নাচিয়ে, চলিয়ে যাও গো।
চলিয়ে চলিয়ে, সৈকত পুলিনে,
বহি এ ভারতে কি সুখ পাও গো।

নিরখি মা আজ ভারতের দশা,
এ দুখে আনন্দে কি গান গাও গো।
কি সুখে বল মা নীলাম্বর পরি,
হরষিত মনে সাগরে যাও গো।

অধীন ভারতে যন্ত্রণা মা আর,
এ কলঙ্ক রেখা মুছায়ে দাও গো।
উথলি তটিনি গভীর গরজে,
সমূত ভারত হৃদয় ছাও গো। ২০॥

আর্য্য বিধবা।

কেঁদনারে অনাথিনি কেঁদনা কেঁদনা আর।
পারি না হেরিতে অশ্রু আর নয়নে তোমার।
সহ অবনত মুখে, নীরবে মনের দুখে,
দারুণ অনল দাহ হৃদয়েতে অনিবার।

ভাতিত স্বর্গীয় শোভা যে চারু আননে,
ভাসিত ত্রিদিব জ্যোতি যে যুগল লোচনে ;
বিষণ্ণ সে মুখ হেরি, সে নয়নে অশ্রু বারি,
নিরখি উথলি মম হায় শোক পারাবার।
সাজিতে নবীন বেশে ভূষিত রতনে,
বাঁধিতে চিকুর দামে আনন্দে, যতনে ;
আজি মলিন সে বাস, আলুলিত কেশ পাশ,
পারে না হেরিতে মাতঃ হায় হায় নয়নে আমার।
কেঁদনারে অনাথিনি কেঁদনা কেঁদনা আর। ২১॥

(কে কাঁদিছ।)

কে কাঁদিছ একাকিনী বসি এ নির্জ্জন স্থানে ;
কেনবা গাইছ মৃদু এত সকরুণ গানে।
এত যে করুণ তান, কি ব্যথা পেয়েছ প্রাণ,
প্রতি উচ্চ তানে মম কারুণ্য ঢালিছ কানে।
নিশীথে ঝরিলে অশ্রু বিষাদ কমল,
মুছান অরুণ আসি তার নেত্র জল ;
বৃথাই কি তুমি দুখে, কাঁদিলে সজল মুখে,
মুছাবেনা কি ও অশ্রু তপন কিরণ দানে।

হেরিয়া দুখিনি আজ এ দশা তোমার,
বিদীর্ণ দারুণ শোকে হৃদয় আমার,
বল কোন্ জন্ম ফলে, আসিলে এ পাপ স্থলে,
যথা পূজ্য দেশাচার বধিয়ে রমণী প্রাণে। ২২।

ভারত মাতা।

কত কাঁদ দুখানল দগ্ধ হয়ে,
বল মাত বিষাদের ভার বয়ে।
পারিনা হেরিতে তব নেত্র জলে,
তাই দুর্ব্বল কাঁদি দুখে বিরলে।

কত দীর্ঘ নিশীথে তোমার তরে,
করি অশ্রু বিসর্জ্জন শোক ভরে,
কত কাঁদিব পিঞ্জর বদ্ধ হয়ে
ঝটিকার অনন্ত আঘাত সয়ে ;

তবে কাঁদিব না শুধু মাত সনে
এই জীবন অর্পিব ও চরণে ;
এস ভাই তবে মিলি এক হয়ে,
করে সাহস শান কৃপাণ লয়ে। ২৩।

আয় ভারত সন্তান।

আয় ভারত সন্তান হয়ে এক প্রাণ।
কত আর দুখে একা গাবি কাহি দুখ গান।
একবার সবে মিলে,
জাতিভেদ যাও ভুলে,
এ হীন দশায় আর কেন জাতি অভিমান।
নিরন্তর যার তরে,
ফেলিতেছে অন্ধকারে,
হলে সে দারুণ চিন্তা হবে রে তোর নির্ব্বাণ।
আয় ভারত সন্তান হয়ে এক প্রাণ। ২৪॥

প্রতাপসিংহ।

হৃদয় চিরিয়ে মোর দেখ কত ভালবাসি।
ভেবনা কঠিন যদি নাহি তাহে পরকাশি।
কি ফল প্রকাশে আর, তুমি নহে আপনার,—
অন্তরে অন্তরে জ্বলে জান কি অনল রাশি।
জান কি তোমার লাগি কত চিত্ত অনুরাগী।
জান কি রাখে এ ভস্ম কি স্ফুলিঙ্গ আবরিয়ে।

তুমি আপনার নয়, এ কথা কি প্রাণে সয়,
কি করি বিমুখ বিধি কাঁদি তাই লুকাইয়ে,
বিষাদে একাকী সদা নয়ন সলিলে ভাসি।
হৃদয় চিরিয়ে মোর দেখ কত ভালবাসি। ২৫॥

গুরুগোবিন্দ।

আয় আয় রে মিলিয়ে সবে আয়।
কাঁদেন জননী দেখ অন্ধকারাগৃহে হায়,
কুপ্রথা বৃশ্চিক শত
দংশে তাঁয় অবিরত;
দেখরে কাঁদেন কত দারুণ ব্যথায়।
—আয়রে উদ্ধারি সবে চির স্নেহময়ী মায়।
দেখ বসি বাতায়নে
চাহেন সাশ্রুনয়নে,
ডাকেন সন্তান গণে উদ্ধারিতে তাঁয়;
আয়রে ঘুচাই সবে তাঁর মনো বেদনায়।
এ দুখ দেখিয়া মার,
কেমনেতে থাকি আর;
আমরা সন্তান তাঁর ধাইরে সবায়।

আয়রে আনিব তাঁরে যাক যদি প্রাণ যায়।
মিলিয়ে সবে আয় আয় আয়রে। ২৬॥

চাঁদ কবি।

ঘুমাস্‌নে ঘুমাস্‌নে রে আর।
দেখ্‌রে কে লয়ে গেল প্রতিমা সোনার।
নিশীথে নিদ্রার কোলে, ছিলি শুয়ে সব ভুলে,
সেদিনে দেখিতে চুরি স্বর্ণ প্রতিমার।
দেখরে নয়ন মেলি দেখ্ দেখ্ একবার।
যাদিগে প্রহরী বেশে, রেখেছিলি দ্বার দেশে,
কলঙ্কে প্রমত্ত হয়ে ছেড়েদিল দ্বার;
দেখ্‌রে হরিল তোর প্রতিমা স্বাধীনতার।
যাহারে ভকতি ভরে, পূজিতিস্ সমাদরে,
হেরিতে সে গৃহলক্ষ্মী পাবিকি রে আর।
হায়রে প্রতিমা গেল গৃহ করি অন্ধকার। ২৭॥

আজো নৃত্যগীত।

আজো নৃত্যগীত ভারত ভিতরে,
আজিও উন্মত্ত ভারত সন্তান!

আজো দীপমালা প্রতি ঘরে ঘরে,
মহার্ঘ ভূষায় আর্য্য শোভমান!!
নাহি কি ভারতে আর আর্ত্তনাদ?
হয়নি ভারত বিশাল শ্মশান?
আজো প্রতি পুরী শোভিছে যে হারে?
আজো যে উঠিছে উৎসবের গান?

দেখরে চাহিয়ে, নয়ন মেলিয়ে,
ফিরাইয়ে আঁখি পদতল পানে;
একি?—জননীর বিমুণ্ডিত দেহ,
লুটিছে রুধির প্রতিক্ষত স্থানে।
আর্য্য নয়নে কি অশ্রুবিন্দু নাই?
বক্ষের ভিতর নাহি কি হৃদয়?
শিরায় আর্য্যের শোণিত কি নাই?
এখনো উল্লাসে মত্ত সমুদয়!!

উঠ আর্য্য তবে কেন বৃথোল্লাসে,
কর কলঙ্কিত পুণ্য আর্য্য নামে?
উঠ তবে আজ নবীন উৎসাহে,
চল জীবনের ভীষণ সংগ্রামে।

যায় যদি প্রাণ যাক সে উদ্দেশে,
নহেক অমূল্য আজ আর্য্য প্রাণ ;
অনাহারে, শোকে, যায় যে জীবন,
কে স্বদেশ পায়ে না করিবে দান।

হয়োনা হতাশ বলনা বিষাদে,
'বিধির লিখন রহিব এমনি ;'
এখনো আসিতে পারে সেই দিন ;
এখনো ফিরিতে পারে দিনমণি।
আজিও তেমনি তপন উজ্জ্বল,
তেমনি প্রশান্ত নির্ম্মল গগণ,
বিধুর কিরণ তেমনি কোমল,
বরষে মাধুর্য্য আজো তারাগণ।

আজো ফুলবনে ফোটে ফুলগণ,
আজো গায় পিক সুমধুর স্বরে,
আজিও স্নিগ্ধ বয় সমীরণ,
আজো শ্যামলতা বিরাজে প্রান্তরে।
সবই আছে আর্য্য হয়োনা হতাশ,
কররে সাধনা এ মহা শ্মশান,

সন্ন্যাসীর ব্রত লও প্রতিজনে
তবে অমানিশা হবে অবসান। ২৮॥

কতকাল প্রিয় ভাই।

কতকাল প্রিয় ভাই ধনমদে মত্ত রবে?
কাঁদেনা কি প্রাণ তব মায়ের রোদন রবে?
নিজ গৃহে করি বাস,
হইয়ে পরের দাস,
কি লাজে উজল বেশে বিরাজিছ সগৌরবে।
সাজে কি এ বেশ আজ
পর ভিখারীর সাজ,
পরিও এ বেশ যবে এ দশা মোচন হবে।
করি ধনজন মান
বাড়াওনা অপমান,
পথের ভিখারী কেন বৃথা ধনমত্ত সবে।
কত আর প্রিয় ভাই ধনমদে মত্ত রবে। ২৯॥

গিয়াছে সে দিন।

গিয়েছে সে দিন গিয়েছে সে দিন,
কাঁদ আজ তবে ভারত বাসী।

উজ্জল ভারত আঁধার রে আজি,
কাঁদ আজ তবে ভারত বাসী।

ছিল এ ভারত বসুধা-উদ্যান,
জগতের তীর্থ—পুণ্য মম স্থান,
আজ সে ভারত আঁধার শ্মশান ;
কাঁদ আজ তবে ভারত বাসী।
আজ উল্লাসিত থাকারে তোমার
এ দুখের দিনে শোভেনারে আর,
আসিয়াছে দিন আজ কাঁদিবার,
কাঁদ আজ তবে ভারত বাসী।

থাকে যদি অশ্রু চক্ষের ভিতরে,
দেরে ঢালি আজ সে দিনের তরে ;
থাকেত হৃদয় কাঁদ প্রাণ ভরে,
কাঁদ আজ তবে ভারত বাসী।
পারনে কাঁদিতে যদি প্রাণ ভরি,
এখনো আসিতে পারে রবি ফিরি,
কাঁদিলে বসুধা হায় বিভাবরি—
কাঁদ আজ তবে ভারত বাসী। ৩০॥

তবে চিরমনোদুখে কাঁদ।

তবে চিরমনোদুখে কাঁদ আজ কারাগারে।
অশ্রুবারি দীর্ঘশ্বাস মিশাউক অন্ধকারে।
বড় করেছিলে আশ, পূরিলনা অভিলাষ,
পরিতে কুসুম হার পড়িল গলায় ফাঁস।
বল আর্য্য নামে কেন,
কলঙ্ক লেপিলে হেন,
আর্য্যের লজ্জার কথা ঘুষিলে বিশ্ব সংসারে।
হায় জীবনে তোমার, কভু ফুরাবে কি আর,
এ অনন্ত পরিতাপ এই দুখ পারাবার।
তবে কাঁদ অধোমুখে,
চিরদিন মনোদুখে,
নিবাও এ শোকানল অবিরল অশ্রুধারে। ৩১॥

বৃটন দেখিও আর্য্যে।

বৃটন! দেখিও আর্য্যে—পড়ে আছে পদতলে।
করোনা করোনা ঘৃণা অধীন কাঙ্গাল বলে।
আজ দুখী এ ভারত, বিদেশীর পদানত,
সহেছে সহিবে আরো পদাঘাত কতশত ;

ছিল এক দিন যবে,
ভারত স্বাধীন যবে,
মেদিনী কাঁপায়ে আর্য্য, বীরদর্পে যেত চলে।
সেবিত সে আর্য্যে সবে, লক্ষ্মীও ভকতি ভরে,
সে ভিখারী, পর কাছে কাঁদে মুষ্টি ভিক্ষা তরে,
মহত্ত পতন দেখি
সিক্ত যদি হয় আঁখি,
কাঁদোনা প্রকাশ বীর্য্য পতিতেরে চরণ দলে।
নবীন! দেখিও আর্য্য পড়ে আছে পদতলে। ৩২॥

বুদ্ধ।

ত্যজেছি হৃদয় রত্ন অন্তরের প্রিয়ধন।
সংসারের মায়া মোহ করিয়াছি বিসর্জ্জন॥
ত্যজেছি স্নেহের আশা, ত্যজিয়াছি ভালবাসা,
ত্যজিয়াছি ত্যজিয়াছি সবই হে গহন বন।
পিতা মাতা ত্যজি মম, ত্যজি শিশু প্রিয়তম,
অতুল ঐশ্বর্য্য রাজ্য ধন রত্ন পরিজন;
ত্যজি মোর ঘর দ্বার, প্রাণ পত্নী প্রেমাধার,
—কেন আঁখি—কেন আঁখি কর অশ্রু বরিষণ;

শান্তির—সত্যের তরে আসিয়াছি তব দ্বারে,
উদ্ধারিব অভিলাষ মোহ ভ্রান্ত নরগণ।
হে অরণ্য কৃপা করি, লও মোরে ক্রোড়ে ধরি,
যাও চলি ভূতস্মৃতি—উদাস হওনা মন। ৩৩ ॥

প্রতাপ (স্বাধীনতা বিদায়)

যাবে কি পারিবে যেতে—ত্যজি চির বাসস্থান ?
তোমার সাধের কুঞ্জ—চির প্রিয় লীলোদ্যান।
চিরকাল উযাপিয়ে, এবে যাবে তেয়াগিয়ে,
কাঁদিবে না হৃদয় কি ব্যথিত হবে না প্রাণ।
আজি হতে বন্ধ দ্বার, হল আহা অন্ধকার,
গৃহের উজ্জ্বল আলো হল আজ নিরবাণ।
তোমার এ গৃহে আর, ফিরিবে কি পুনর্ব্বার,
আবার হাসিবে গৃহ—তমঃ হবে অবসান। ৩৪ ॥

আর্য্য ইতিহাস।

কেন সে স্বর্গীয় দৃশ্য দেখাওরে আরবার।
সুদূর সুখের স্মৃতি কেন পুনঃ আন আর।

মানস নয়ন তায়
নিরখিলে পুনরায়,
হাসেরে হরষে কিন্তু চর্ম্মচক্ষে অশ্রুধার।
স্বর্গীয় কিরণময়
সমুজ্জ্বল দৃশ্য চয়
অনিলে কি পারে দূর করিতেরে এ আঁধার।
সে আনন্দ সেই প্রীতি,
আসে সেই সুখস্মৃতি,
করিতেরে উপহাস দুখ আর্য্য অভাগার।
লয়ে যাও লয়ে যাও
সাগরে ডুবায়ে দেও,
—হা সজ্যোতি স্বাধীনতা—হা তামস কারাগার।
কেন সে স্বর্গীয় দৃশ্য দেখাওরে আরবার। ৩৫ ॥

চাহিনা শুনিতে বীণা।

চাহিনা শুনিতে বীণা ও মধুর স্বরে আর।
শুনিলে ঝরে নয়নে অবিরল অশ্রুধার।

এই বীণা ধরি করে,
মধুর গম্ভীর স্বরে,
হতেন আর্য্যগণ মোহিত হত সংসার।
(ওরে বীণা)

স্মরিলে সে সব কথা
মনে যদি পাই ব্যথা,
কি কায জাগায়ে তবে সুখ স্মৃতি পুনর্ব্বার।
(ওরে বীণা)

সে সুখের দিন হায়
ফেরে যদি পুনরায়,
বাজিও তখন বীণে ঝঙ্কারিয়ে আরবার।
(ওরে বীণে)

তখন তোমার গানে
শুনিব সানন্দ প্রাণে,
কি কায ধ্বনিয়া আজ এ নীরব কারাগার।
চাহিনা শুনিতে বীণে ও মধুর স্বরে আর। ৩৬॥

ঘুমাও ঘুমাও বীণা।

ঘুমাও ঘুমাও বীণে সে দিন গিয়াছে তোর।
—কেন জাগালাম আহা ভাঙ্গিলাম ঘুমঘোর।

ছিল এক দিন যবে,
ললিত গভীর রবে,
গাইতিস্ আর্য্যভূমে, সে দিন নাহিরে আর ;
—আজি এ ভারত ভূমে বিরাজে আঁধার ঘোর।
আর এ ভারতে আর গাইবি কি গান রে
কেমনে ভুলিবি বীণে সেই বীর তান রে ;
যবে বীণে লয়ে করে
জাগানু করুণ স্বরে,
থাকিলে শ্রোতার চিত্ত সে সঙ্গীত করে পান ;
কিন্তু হায় অশ্রু বিন্দু ঝরিল নয়নে মোর ;
কেন জাগালাম আহা, জাগাবনা আর,
ঘুমাও ঘুমাও বীণে সুখে আরবার ;
যবে পড়ি পদতলে
আমি ভাসি অশ্রু জলে,
কাজ নাই কাঁদি আজ হেরিয়া ভারত আর ;
জাগাবনা বীণে তোরে এ নিশি না হলে ভোর।
ঘুমাও ঘুমাও বীণে সে দিন গিয়েছে তোর। ৩৭॥

সমাপ্ত।